ইরানের আধুনিক মহিলা কবি পারভীন এতেসামী'র কাব্যে মানুষ ও মানবতাবাদ

অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

তত্ত্বাবধায়ক
ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

গবেষক
মোহাম্মদ মনিরুল হক
রেজিঃ নং- ২১৪/২০০৩-০৪
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

RB
B
891.551
HAI

ডিসেম্বর ২০০৯

ইরানের আধুনিক মহিলা কবি পারভীন এতেসামী'র কাব্যে মানুষ ও মানবতাবাদ

GIFT

অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

448750

Dhaka University Library

448750

তত্ত্বাবধায়ক		গবেষক
ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার		মোহাম্মদ মনিরুল হক
অধ্যাপক		রেজিঃ নং : ২১৪/২০০৩-০৪
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ		ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়		ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০		ঢাকা-১০০০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ইরানের আধুনিক মহিলা কবি পারভীন এতেসামী'র কাব্যে মানুষ ও মানবতাবাদ

এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ

448750

মোহাম্মদ মনিরুল হক

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

কবি পারভীন এতেসামী

Dhaka University Institutional Repository

(১৯০৬ - ১৯৪১ খ্রিঃ)

448750

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

پروین اعتصامی

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম. ফিল গবেষক মোহাম্মদ মনিরুল হক কর্তৃক ***ইরানের আধুনিক মহিলা কবি পারভীন এতেসামী'র কাব্যে মানুষ ও মানবতাবাদ*** শীর্ষক এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এটি তার নিজস্ব একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি বা কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

Khulsoom A. Bashar 29.12.2009

(ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***ইরানের আধুনিক মহিলা কবি পারভীন এতেসামী'র কাব্যে মানুষ ও মানবতাবাদ*** শীর্ষক এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পুর্ণ আমার নিজস্ব একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। ইতঃপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য কোন গবেষণাকর্ম হয়নি এবং আমি এটি বা এর কোন অংশ অন্য কোথাও কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করিনি এবং কোথাও প্রকাশ করিনি।

মোহাম্মদ মনিরুল হক

(মোহাম্মদ মনিরুল হক) ২৯।১২।০৯

এম. ফিল গবেষক

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিঃ নং : ২১৪

শিক্ষাবর্ষ ২০০৩-০৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

ای دوست، تاکه دسترسی داری حاجت برآر اهل تمنّا را
زیراک جستن دل مسکینان شایان سعادتی است توانا را
اول بدیده روشنئی آموز زان پس بپوی این ره ظلما را
پروین، بروز حادثه و سختی در کاربند صبر و مدارا را

--پروین اعتصامی

হে প্রিয়বন্ধু ! তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী
প্রত্যাশীদের প্রত্যাশা পূর্ণ করার চেষ্টা কর

অসহায় মিসকিনদের হৃদয় অনুসন্ধান করা
সামর্থ্যবানদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়

প্রথমে তুমি তোমার চোখটাকে আলোকিত করার শিক্ষা অর্জন কর,
তারপর এই পথের অন্ধকার দূরকরণার্থে অগ্রসর হও

হে পারভীন ! বিপর্যস্ত সময়ের সঙ্কট কালে
সুদৃঢ় মনোভাব ও সহনশীলতার সাথে কর্মে আবিষ্ট থেকো।

-পারভীন এতেসামী

সাহিত্য হচ্ছে মানব সমাজের দর্পন। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সমস্ত কিছু অনুভূতির আলোকে সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্যে রূপ লাভ করে এবং সহজ সরলভাবে বোধগম্য

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় সাধারণ মানুষের হৃদয়জগতে আন্দোলিত হয়। পাশাপাশি বিশ্বের সকল বিষয় ও সকল যুগকে আলিঙ্গন করে এক বিস্ময়কর একতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে সাহিত্য অনেক বেশী শক্তিশালী ও গতিময়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পী শাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর "সাহিত্য চিন্তা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, " আমরা মনে করি সাহিত্যের পরিধি বিজ্ঞান এবং দর্শনের পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপ্ত, অনেক বেশী বিস্তীর্ণ। বিজ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়ে, দর্শন দর্শনকে নিয়ে কিন্তু সাহিত্য সকলকে নিয়ে।"

সুতরাং সাহিত্যের পরিধি সকল বিষয়ে, সকল অবস্থানে, সকল সময়ে বহুমাত্রিকভাবে বিস্তৃর্ণ ও পরিব্যাপ্ত। আর এ সাহিত্যের ভাষা হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বোধগম্য, মসৃণ ও আবেদনপূর্ণ। সাহিত্যের এ ভাষা উপলব্ধি করতে প্রয়োজন হয় আলোকিত শিক্ষার। যে শিক্ষা হবে - বোধশক্তির, বুদ্ধির, দূরদর্শিতার ও অনুভূতির। এই বোধ এবং অনুভূতি যার যত প্রখর, যার যত তীক্ষ্ম, যার যত স্পর্শকাতর, সাহিত্যের অনুরাগী হিসাবে তিনি তত শিক্ষিত, তিনি তত হৃদয়বান, তিনি তত আধুনিক। আর এই সাহিত্যেরই এক বিশাল অংশের প্রতিনিধিত্ব করে কবিতা। যে কবিতা অনুভূতির গভীরতায় সিক্ত হয়ে সুশৃঙ্খলিত বিন্যাসের রূপ পরিগ্রহ করে নান্দনিকভাবে পাঠকের হৃদয় জগতে উপস্থাপিত হয়।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য জাগতবিখ্যাত ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে একটি গর্বিত ও উল্লেখযোগ্য অবস্থান অধিকার করে আছে। বিশ্ব সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করণে ফারসি সাহিত্যের রয়েছে বিস্ময়কর অবদান। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রুদাকী, দাকীকী, ফেরদৌসী, নাসের খসরু, আবু আলী সীনা, ওমর খৈয়াম, সানাঈ, নিজামী, জালাল

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দিন রুমী, মনুচেহরী,ফরিদ উদ্দিন আত্তার, শেখ সাদী, হাফিজ, জামী, মালেকুশ শুয়ারায়ে বাহার ও আলী আকবর দেহখোদা প্রমুখ তাঁদের সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে ভাষা, জাতি, দেশ ও কালের সীমাবদ্ধ গন্ডী পেরিয়ে বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। তাঁরা এখন কোন একক দেশ বা ভাষার কবি-সাহিত্যিক নন। বরং তাঁরা বিশ্বের সকল ভাষার, সকল দেশের, সকল মানুষের কবি-সাহিত্যিক। তবে ফারসি সাহিত্যে যেভাবে পুরুষ কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্য চর্চা করে বিশ্ব বিখ্যাত হয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে নারী কবি-সাহিত্যিকগণ সে ভাবে খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। আমরা স্বাভাবিক ভাবেই ফারসি সাহিত্যের যে কজন বিখ্যাত পুরুষ কবি-সাহিত্যিকের নাম বিরামহীনভাবে বলতে পারি, নারী কবি-সাহিত্যিকের নাম কিন্তু সেভাবে বলাটা একটু মুশকিলই হবে। সে জন্য অবশ্য ঐ সময়কার জটিল সমাজ ব্যবস্থা, অন্ধ ধ্যান-ধারণা ও প্রতিকূল পরিবেশই বহুমাত্রিকভাবে দায়ী। কিন্তু আধুনিক যুগে সে অবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষ সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে এ জটিল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে সভ্য সমাজ ব্যবস্থা, অন্ধ ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে আলোকিত ধ্যান-ধারণা এবং প্রতিকূল পরিবেশের পরিবর্তে অনুকূল পরিবেশের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিশ্বকে সহনশীল ও কল্যাণকর বাসযোগ্য ভূমিতে পরিণত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে বেগম রোকেয়া, শামসুন নাহার মাহমুদ, বেগম ফয়জুনন্নেছা চৌধুরাণী ও সুফিয়া কামাল প্রমুখ এবং ইরানে পারভীন এতেসামী, ফুরুগে ফুরুগজাদ ও সীমীন বাহমানী প্রমুখ এর ন্যায় কবি-সাহিত্যিক এর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা সাহিত্যের জগতে অপার সম্ভাবনার দ্বার উম্মোক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবি পারভীন এতেসামী এমনই একজন যিনি প্রেম ও মানবতার বাণী নিয়ে নির্যাতিত অসহায় সমাজে আশার ও বাঁচার আলো প্রজ্জ্বলন করেছেন। তিনি হচ্ছেন মানব ধর্মের এক অসাধারণ রূপকার এবং মহৎ ব্যক্তির মননশীল চেতনার মানব জীবনের মানচিত্র। নারী প্রগতি বা নারীবান্ধব অনুকূল পরিবেশের স্বপ্ন দ্রষ্টা। পারভীন মানবীয় মূল্যবোধের দায়কে ধারণ করে মানুষ, মানবতাবাদ, ত্যাগের মহিমা ও সহনশীলতাকে কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাঁর সৃজনশীল কবিতায় শৈল্পিকভাবে রূপদান করেছেন। এখানে আমরা পারভীনের নৈতিক দায়িত্ববোধ, মানবতাবোধ, মমত্ববোধ, সৌন্দর্যবোধ ও রুচিবোধের বহুমাত্রিকতার সন্ধান পাই। আজকের এই সময়ে এসে অনুমান করা সত্যিই কঠিন যে, পারভীন সে সময় কী অসাধ্য সাধন করেছেন।

পারভীনের উপর বাংলা ভাষায় লেখা কোন বই-ই বাংলাদেশে নাই। যা কিছু লেখা হয়েছে তার বেশির ভাগই ইরান থেকে ফারসি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই গবেষণার জন্য ফারসি ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলোকেই মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি ফারসি সাহিত্যের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা, পর্যালোচনা, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা গ্রহণ করে গবেষণার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তারপরও অসঙ্গতি, ভুল-ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে সম্পূর্ণমুক্ত হতে পারিনি। অপ্রত্যাশিত এই ভুল-ভ্রান্তির জন্য গঠনমূলক সমালোচনা প্রত্যাশা এবং সংশোধনের প্রত্যয়ও ব্যক্ত করছি।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এই অভিসন্দর্ভটি লেখা ও গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা অত্যন্ত সময় উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি নির্বাচন ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব, বহুভাষাবিদ, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

ও আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার এবং আমাদের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক, আমার সার্বক্ষণিক অভিভাবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মাননীয় প্রক্টর ড. কে. এম. সাইফুল ইসলাম খান সর্বাগ্রে সবসময় মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। অভিসন্দর্ভটি লেখা ও গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অত্যন্ত আগ্রহভরে। পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বই ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বিরামহীনভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ও বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সচিব, বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তি জনাব সমর চন্দ্র পাল এর কাছে। যিনি আমাকে প্রতিনিয়ত নানাভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন গবেষণা কর্ম অব্যাহত রাখার জন্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরানের ভিজিটিং প্রফেসর ড. আলী মোহাম্মদ গীতি ফোরুয ফারসি সাহিত্যে অত্যন্ত জটিল বিষয়ে এবং গবেষণাকর্মে আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন ও বিভিন্ন মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাছাড়া ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মুহসীন উদ্দীন মিয়া, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, ড. আবদুস সবুর খান এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁদের মূল্যবান উপদেশ ও সহযোগিতা আমার অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধ করেছে বলে মনে করি। আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সুদীর্ঘ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন এর কাছে। সর্বোপরি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সম্মানিত সকল শিক্ষক আমার এ গবেষণাকর্মে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফারসি সাহিত্যের পণ্ডিত জনাব ঈশা শাহেদী গঠনমূলক দিকনির্দেশনা দিয়ে আমাকে অসংখ্যবার সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আমার সকল স্তরের প্রিয় সহকর্মীবৃন্দকে। বিশেষ করে আমার ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং লাইব্রেরী শাখার সহকর্মীবৃন্দের প্রতি। যাদের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন ড. মোঃ রেজাউল করিম, ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক বেগম নূরে নাসরীন, প্রাবন্ধিক জনাব এ.কে.এম. সাইফুজ্জামান, তরুণ গবেষক জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান।

পাশাপাশি আমাকে সার্বক্ষণিক উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও মনোবল যুগিয়েছেন আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব বেগম সীমরান হক। এই নির্লোভ ও সদা বঞ্চিত মানুষটির ঋণ শোধ হবার নয়। আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি "বেঙ্গল জুট এন্ড বারলাপ" এর সম্মানিত পার্টনার, বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসাইন এর কাছে, যিনি অনেক কষ্ট করে ইরান থেকে আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই এনে দিয়েছেন। যা আমার গবেষণাকর্মে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন শ্রদ্ধেয় মা-বাবা মোসাঃ সেলিনা খাতুন ও জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক এবং

Dhaka University Institutional Repository

শ্রদ্ধেয় চাচী ও চাচা বেগম জেসমিন খানম ও জনাব নজরুল হক। সাথে সাথে বন্ধু এবং ছোট ভাইবোনেরাও সহযোগিতা করেছে।বিভিন্নভাবে। তাঁদের প্রতি রইল আমার অন্তহীন শুভেচ্ছা।

মোহাম্মদ মনিরুল হক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ঃ ১-৮

প্রথম অধ্যায় ঃ ৯-৩৮
পারভীন এতেসামী'র জীবন পরিক্রমা

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ৩৯-৪২
ফারসি সাহিত্যে পারভীনের অবদান

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ৪৩-৪৭
পারভীনের ব্যক্তিত্ব , চিন্তাধারা ও মন-মানস

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ৪৮-৫২
পারভীনের কাব্যরীতি এবং তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ৬০-১০৩
পারভীনের কাব্যে মানুষ ও মানবতাবাদের বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ণ

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ১০৪-১০৮
(ক) উপসংহার
(খ) অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী
(গ) পারভীনের ছবি ও হাতের লেখার নমুনা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানবিকতা, প্রেমময়তা, আধ্যাত্মিকতা, চিন্তা-দর্শন, সংস্কৃতি-সভ্যতা, শৈল্পিক চেতনা ও আধুনিকতা ইত্যাদি বহুমাত্রিক ধারায় সমৃদ্ধ পারস্য জাতি সত্ত্বা। পারস্য সভ্যতার নিকট আধুনিক বিশ্ব বিভিন্নভাবে ঋণী। এ সভ্যতা বিশ্ব সভ্যতার পরিমন্ডলে এক স্বতন্ত্র ও অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটায় এবং উন্নত সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রবর্তন করে। তারা মিশর, ব্যবিলন, লিডিয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার অবদান নিজেরা গ্রহণ করে এক নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে।

ভূমিপ্রকৃতি, দিগন্ত প্রসারী নিস্তব্ধ মরুভূমি, দীর্ঘ উপত্যকা, ভূমি বিচ্ছিন্নকারী উঁচু-নিচু পর্বতমালা, জলবায়ুর ব্যাপক তারতম্য কেবল পারস্যবাসীদের সাধারণ জীবনযাত্রা পরিগঠনের ক্ষেত্রেই নয়; বরং তাদের কাব্য, শিল্পকলা, ধর্ম এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও এইগুলোর রয়েছে গভীর প্রভাব। ভাষা, সাহিত্য, সংগীত থেকে আরম্ভ করে অভিনয়, চিত্রকলা, কারুকলা, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য ইত্যাদি নানা উপাদানে সমৃদ্ধ পারস্য সংস্কৃতি সভ্যতার অবয়ব। যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রতিবেশী ভূ-খন্ড ও সন্নিহিত অঞ্চলে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। একদা পারস্য ছিল পৃথিবীর অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী ও পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য। আর্য বা এ্যারিয়ানদের নামানুসারে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে "পারস্য" নাম পরিবর্তন করিয়া নাম রাখা হয় "ইরান"। তারা মনে করেন "ইরান"ই হচ্ছে আর্য বা এরিয়ানদের আদি জন্মস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক এ ভূ-খন্ডে আবির্ভূত হন জগতবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সম্রাট সাইরাস, দারিয়ূস, জারেক্স প্রমুখ রাজন্যবর্গ। ইরানের রাজনৈতিক ইতিহাস রাজতন্ত্রের ধারাবাহিক পরিক্রমা। খৃষ্টপূর্ব ৫৫০ বর্ষ সময়ের সাইরাসের রাজত্বকাল হইতে সুদীর্ঘ ২৫০০ বছর রাজতন্ত্র দ্বারাই পারস্য শাসিত হয়। এর ইতিহাস আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে তিক্ত মুধুর হাজারো ঘটনায় আকীর্ণ। রাজন্যবর্গের গতিশীল ও বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বে পারস্যের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সমগ্রবিশ্ব ব্রহ্মান্ডে। সাথে সাথে সমৃদ্ধও হতে থাকে এর ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সভ্যতার ইতিহাস। মহাকবি রুদাকী, দাকীকী, ফেরদৌসী, নাসের খসরু, আবু আলী সীনা, ওমর খৈয়াম, সানাঈ, নিজামী, রুমী, আত্তার, শেখ সাদী, হাফিজ, জামী প্রমুখ বিশ্ব বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকগণের সাহিত্যকর্মে ভরপুর ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে এর সাহিত্য ভান্ডার। এই সুদীর্ঘ সমৃদ্ধ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে সাহিত্যিক ইতিহাস আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। রাজতন্ত্রের ধারাবাহিক পরিক্রমায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে ইরানের ইতিহাস ব্যতিক্রমী পথে ধাবিত হয়। এখানে আভির্ভূত হন বিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময়কর মহানায়ক, খোদা প্রেমের আশেক, মানব দরদী, বিশ্ববিপ্লবী নেতা ইমাম খোমেনী (র:)। তাঁর মর্মস্পর্শী আহ্বানে ইরানী জাতি বীরবিক্রমে জেগে উঠে এবং গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি হাজারো বছরের রাজতন্ত্রের অবসান হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আধুনিক সাহিত্যিক ইতিহাসে আগমন করেন আরেক বিস্ময়কর মানব দরদী কবি পারভীন এতেসামী। সময়ের এ চলমান পরিক্রমায় কবি-সাহিত্যিকগণ দেশাত্ববোধক, আধ্যাত্মিক, প্রেমমূলক, মানবিক, হাস্যরসাত্মক, বীরত্বসূচক, ব্যাঙ্গত্মক ইত্যাদি বহুমাত্রিক বিষয়ক সাহিত্যকর্ম রচনা করেন। তবে এ কথা

Dhaka University Institutional Repository

সর্বজনবিদিত যে ফারসি সাহিত্যের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে প্রেম ও মানবতার জায়গান। বিংশ শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ মানবহিতৈষী ও মানবিক শিক্ষার অগ্রদূত পারভীন এতেসামী। তিনি তাঁর সময়কালকে মানবিক পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে উপলব্ধি করে সৃজনশীল শক্তিকে সম্প্রসারিত করেছেন। মানবিক শানিত আলোর ঝরণা ধারায় সিক্ত ও অনুপ্রাণিত করেছেন আশাহত মানুষকে।

পারভীনের চারপাশে পরিবেষ্টিত মানুষরূপী সুন্দর মুখায়বের অন্তরালে কুৎসিত মনের বিকৃত প্রকাশে বিষাদগ্রস্ত ও স্তম্ভিত হয়ে উঠে তাঁর কোমল মন। অস্থির করে তোলে তাঁর পরিশীলিত চিন্তা-চেতনাকে, ভাবিয়ে তোলে তাঁর অন্তরাত্মাকে। মানসিকভাবে আহত হন সমাজের নিষ্ঠুরতার তীব্র দহনে। জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয় তাঁর মমতাময় হৃদয়, কেঁদে উঠে মানবিক বেতনাবোধ। নিষ্ঠুর সমাজের এই ক্ষত-বিক্ষত চিত্র পারভীনকে করে বিমর্ষ, অস্থির ও বিধ্বস্ত। সহিংসতা, মিথ্যা, প্রতারণা, বৈষম্যের এ ভয়াবহ চিত্র দেখে পারভীন পলায়ন করেননি। বরং তা দূর করার নিমিত্তে সব্যসাচী হয়ে সম্মুখ পানে হাজির হয়েছেন ভালবাসার মিছিল নিয়ে। যে সমাজে ভয়, আতঙ্ক, হিংস্রতা, অমানবিকতা ইত্যাদি পরতে পরতে জড়িয়ে আছে; সেখানে নির্ভরতার খুঁজে কেঁদে উঠে তাঁর মন, নিরাপদের বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে জেগে উঠে তাঁর চিন্তা-চেতনা, মানবিকবোধ।

মানবিক মন অসুস্থ হলে সমাজ-জীবন অসুস্থ হয়ে পড়ে, সভ্যতা নড়বড়ে হয়ে যায়, জীবন বিবর্ণ ও বিমর্ষ আকার ধারণ করে, সুন্দর জীবনের গতিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত ও হোচট খায়। মানবতার অনুপস্থিতি আমাদের সামাজিক ভিত্তিকে কীভাবে নড়বড়ে ও নাজুক করে তোলে পারভীন তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন সুদূর প্রসারী উপলব্ধি, সচেতনতা, মনের ঔদার্য ও

Dhaka University Institutional Repository

বিশালত্ব দিয়ে। সমাজের যে ভিত্তি নানা প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে সমৃদ্ধ হয়, সে ভিত্তি নির্মাণে তাঁর কবিতা যোগ করে নতুনমাত্রা।

পারভীনের কবিতা নিরন্তর ছুটে বেড়ায় নির্যাতিত, ব্যথিত, নিপীড়িত মানুষের মনের দোয়ারে। আপন করে নেয়া সকলের দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রনাকে। দুঃখ ভারাক্রান্ত মানুষ সুখের সন্ধান খুঁজে পায় তাঁর কবিতায়। দুঃখের স্রোতধারা নির্ভরতার আপন ঠিকানার প্রতিফলন ঘটায় তাঁর কবিতা। মনের ভেতর থেকে আত্মবিশ্বাসের স্ফূরন ঘটায়, আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে। যে দৃঢ় বিশ্বাসের সিঁড়ি বেয়ে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করা যায়। নিষ্ঠুরতার কালো দেয়াল দিয়ে ঘেরা সমাজ ব্যবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। নির্মাণ করতে হবে মানবিকতা, ভালবাসা, সহনশীল, শোষনমুক্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। ভালবাসার গাঁথুনি দিয়ে গড়ে তোলতে হবে মানুষের জীবন প্রবাহের বৈচিত্র্য দিকসমূহ। ভেঙ্গে দিতে হবে বিপর্যস্ত ও সহিংস সমাজ ব্যবস্থা।

জীবন ও সমাজ কাঠামোর মধ্যে যে বৈষম্যের বীজ বপন করা আছে, তা দূরীভূত করার জন্য তিনি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। অসুস্থ ও অন্ধকার সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থ ও আলোকিত করার জন্য বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দেয় তাঁর প্রেমময় কবিতা। নিকশ কালো অন্ধকারে আলোর মশাল নিয়ে অগ্রসর হয় এ কবিতার সুদূরপ্রসারী আবেদন। পারভীন প্রতারণামূলক সমাজের মুখোশ উন্মোচন করেছেন উপমা-উৎপ্রেক্ষা সমৃদ্ধ জাগরণী কবিতা দিয়ে। ভ্রান্ত বিশ্বাসের শেকড়কে উপড়ে ফেলে

Dhaka University Institutional Repository

ধসে পড়া বন্ধু ভাবাপন্ন অনুভূতিতে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে সমৃদ্ধি আনয়ন করে এ কবিতার মর্মবাণী।

কীভাবে মানবতার বুনন, বন্ধন ভিত্তি, পরিধি ইত্যাদি সমৃদ্ধ করে বিপর্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা দূর করা যায়, পারভীনকে তা ভাবিয়ে তোলে। সাধারণ মানুষের দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে তাঁর কবিতার মর্মস্পর্শী ছত্র। এখানে তাঁর কবিতা হাত বাড়ায় শান্তির সন্ধানে, সুখের সন্ধানে, ভালোবাসার সন্ধানে, প্রেমের আদর্শে। মানুষ, মনুষত্ব, মানবতাবাদ, প্রেম, ভালোবাসা, অনুরাগ, সহানুভূতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বহুমাত্রিক বিষয়গুলোর উপস্থাপনার কৌশল পারভীনের নিজস্ব ধারার অনন্য পরিচয় বহন করে।

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে পারভীনের কবিতার মর্মবাণী সর্বত্র আবশ্যকীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। মানবিকতাকে পাশ কাটিয়ে বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়ন এক অলীক কল্পনামাত্র। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, যেখানেই মানবতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন, সেখানেই তাঁর এ সাহিত্য সম্ভার মুক্তির বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হবে। নৈতিকতা, মানবিকতা, মানবাধিকার জাগরণের এক উত্তাল তরঙ্গ ধ্বনি অনুরণিত হয় তাঁর কাব্যে। পুরুষ শাষিত বিশ্বে নারী তাঁর যথাযোগ্য মানসম্মান, মর্যাদার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। নির্যাতিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে পাশে পাবে তাঁর কবিতা সমগ্রকে, মানুষ সমবেতভাবে শামিল হবে আলোর মিছিলে। তাঁর কাব্য দিক নির্দেশনা দিবে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে। নতুন প্রজন্ম তাঁর কাব্যিক অনুপ্রেণায় সভ্যতার সংগ্রামে বিজয়ের বরমাল্য ছিনিয়ে আনবে। তাঁর প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যের বিরুদ্ধে, অমানবিকতার বিরুদ্ধে, অসুন্দরের বিরুদ্ধে, উগ্রতার বিরুদ্ধে, অসভ্যতার বিরুদ্ধে, অকল্যাণের বিরুদ্ধে। নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের ভিত্তিতে একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠুক, এটাই হবে মানবজাতির জন্য মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর। কবি পারভীন এই মানবিক দর্শনই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং লালন করতেন। আর এ কারণেই তাঁর কবিতায় মানুষ ও মানবতাবাদ সুস্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে। যা তাঁকে অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক থেকে ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত হওয়ার অনন্য সুযোগ সৃস্টি করে দিয়েছে। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সংগ্রাম, সাধনার মধ্যে দিয়ে তাঁর রচিত প্রেরণাসঞ্চারি ও মাধুর্যময় কবিতা সকলের হৃদয়ে তাঁকে চিরন্তর আসনে ঠাই করে দিয়েছে। নন্দিত মানবতাবাদী কবি বলে সর্বশ্রেণীর মানুষের ভালবাসার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

বিংশ শতকের প্রথমে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী পারভীন এতেসামীর আবির্ভাব ঘটে ইরানের এক রক্ষণশীল সমাজে। ফারসি সাহিত্য, মানবিক মূল্যবোধ, নারী জাগরণ ও ইরানী নারী সাহিত্যিকের ইতিহাসে পারভীনের আবির্ভাব যেনো এক বিস্ময়কর দীপশিখা। তাঁর অন্তর্গত শক্তিই তাঁর স্ফূলিঙ্গ, যা ক্রামান্বয়ে দীপশিখর ঔজ্জ্বল্যে তাঁকে উজ্বলতা দান করেছে, তাঁর পাবিপার্শ্বিককে আলোকিত করে তুলেছে। জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি, জীবনের বাস্তবতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে, সম্প্রসারিত করেছে, পরিশীলিত করেছে নারী জীবনের শৃঙ্খলিত রূপ কষ্টকর অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর মধ্যে সঞ্চিত করেছে অসাধারণ শক্তি। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা ছিল অবহেলিত, পশ্চাদপদ, মানবিক বৈষম্যের শিকার নারী তথা মানব সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

সর্বাঙ্গীন মুক্তি। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত, অন্য দিকে ছিলেন হাজারো বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। আলোর দিশারী পারভীন অন্ধকারে নিমজ্জমান নারী সমাজকে মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে আলোর সন্ধান দিয়েছেন।

মানবিক শিক্ষাবিস্তারে এবং নারী অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, তাঁর এ বিস্ময়কর সাহসী ও অগ্রণী ভূমিকা চিরস্মরণীয়। সমাজের অনুদারতা ও কূপমন্ডুকতার বিস্তৃত সমালোচনা যেমন তাঁর কাব্যে আছে, তেমনি আছে তীব্র বেদনাবোধ ও মুক্তির ব্যাকুল বাসনা। ভাষার সহজ সরল প্রাঞ্জলতা, প্রকাশ ভঙ্গির বিশিষ্টতা, ক্ষুরধার রম্য-ব্যঙ্গ রীতির স্বাতন্ত্রিকতা তাঁর কাব্য নৈপুণ্যের পরিচায়ক। পারভীনের কবিতা তাঁর গহীন মনের চলমান সংগ্রামকে উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করে প্রতিনিয়ত এবং তাঁর সাহিত্য সাধনার মর্মস্থলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপন করে নির্বিঘ্নে।

পারভীনের জীবনবোধে যেমন ছিল মুক্ত আকাশের ছোঁয়া, তেমনি তাঁর সৃষ্টিতে ছিল মানবিক বিকাশ রুদ্ধ করে দেয় এমন জীবনবধকারী প্রথা ভেঙ্গে ফেলে নারী তথা মানুষের সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তাঁর জীবনবোধ ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। একের হাতধরে অন্যের অগ্রসর হওয়া অনন্য সাধারণ এই বিপ্লবী নারী জীবনবোধ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুর পরিচয় দিয়েছেন। নারী অধিকার সংগ্রামের ইতিহাসে পারভীনের অবদান পর্যালোচনার জন্য তাঁর কর্মময় জীবন, সমাজ চিন্তা, পারিবারিক পরিবেশ, যুগধর্ম ও সাহিত্য সাধনার তাৎপর্য অনুধাবন করা অত্যাবশ্যকীয়।

একটি সভ্য সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে পারভীনের প্রচেষ্টা ছিল প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে এক অস্বাভাবিক নতুন মাত্রা। তাঁর চারদিকে রয়েছে রক্ষণশীল মানসিকতার শক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীর। অন্ধরক্ষণশীলদের অন্তরের জমানো কুসংস্কার দূর কতে তিনি মহিমাময়ী নারী হিসাবে হাজির হন মানবিক আলোকবর্তিকা নিয়ে। তাঁর প্রেরণার আলোতে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারী সমাজ আলোকিত বিশ্বের সন্ধান পায়। নারী শিক্ষার অনুপ্রেরণায় তাঁর ভূমিকা ছিল সাহসী ও অগ্রগণ্য। মানব অধিকার সংরক্ষণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামী, কূপমন্ডুকতা, অন্যায়, অত্যাচার ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী এক কণ্ঠস্বর; অপরদিকে তাঁর ভিতর প্রতিনিয়ত এক উন্নত মানবিক জীবনের সুর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। মানবিক উচ্চতর ভাবনা ও প্রাণসঞ্চারী আকাঙ্ক্ষার বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃজনশীল কবিতার ছত্রে ছত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পারভীন এতেসামী'র জীবন পরিক্রমা ঃ

বিংশ শতাব্দীর ফারসি সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র পারভীন এতেসামী (پروین اعتصامی)। পারভীন মানেই সপ্তর্ষিমন্ডল, জ্যোতির্মন্ডল, Pleiades। তাঁর আসল নাম "রাখশান্দে" (رخشنده) অর্থাৎ প্রোজ্জ্বল, দীপ্তিময়, আলোকময়। তবে তিনি "পারভীন এতেসামী" নামেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে অত্যন্ত সুপরিচিত।

এক অনন্য সাধারণ মানবহিতৈষী ও মানবিক শিক্ষার অগ্রদূত পারভীন ১২৮৫ হিজরী শামসী ২৫ ইসফান্দ মোতাবেক ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ মার্চ, মতান্তরে ১৭ মার্চ ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর তাবরিজে (تبریز) জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের দিক থেকে তিনি আজারবাইজানী এবং বাবার দিক থেকে অ'শতিয়ানী সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট পারভীন গবেষক ও পন্ডিত আকবর মুরতুজাপুর বলেন-[১]

پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ماه ۱۲۸۵ شمسی در تبریز از مادری آذربایجانی و پدری در اصل آشتیانی به دنیا آمد.

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ রুহানী বলেন-[২]

پروین اعتصامی، مشهورترین شاعر زن ایران است که در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ در تبریز به دنیا آمد.

পারভীনের পিতার নাম মীর্জা ইউসুফ খান এতেসামুল মুলক (میرزا یوسف خان اعتصام الملک) । তবে তিনি "ইউসুফ এতেসামী" (یوسف اعتصامی) নামেই বেশি পরিচিত। তিনি একাধারে ছিলেন জ্ঞানী, পন্ডিত, সাহিত্যিক, গবেষক, অনুবাদক, সচেতন রাজনীতিবিদ ও প্রগতিশীল ধারার একজন বড়মাপের ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া তিনি আরবি, তুর্কী ও ফরাসী ভাষায়ও দক্ষ ছিলেন। অন্যদিকে "এতেসামী" (اعتصامی) পরিবার জ্ঞান, মনন. সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃজনশীল চর্চার জন্য ছিল অত্যন্ত সুপরিচিত। এ পরিবারের খ্যাতি ছিল সুবিদিত। একদিকে জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ, অন্য দিকে প্রগতিশীল পিতার সার্বক্ষণিক সাহচর্য তাঁর জীবনদর্শন পুনর্গঠন ও সাহিত্যিক সাফল্য, উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালণ করে।

বাবা ইউসুফ এতেসামী'র বহুমাত্রিক প্রতিভার কথা উল্লেখ করে বিশিষ্ট গবেষক হামিদ হাশেমী (حمید هاشمی) তাঁর زندگی نامه شاعران ایران از آغاز تاعصر حاضر (জিন্দেগীনামে শায়েরানে ইরান আজ অগাজ তা আচরে হাজের) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন-[৩]

Dhaka University Institutional Repository

پروین در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در شهر تبریز دیده به جهان گشود، او در خانرانی آشنا باعلم و فرهنگ و ادب به دنیا آمد و تحت نظر پرری مدید و مربر و ادیب پرورش یافت، پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی ملقب به اعتصام الملک از جمله ادبای زمان خود بود که در فنون بسیار از جمله بزرگان زمان خویش بشمار می رفت، او نویسنده ای توانا، ادیبی محقق و محققی کتابشناس و روزنامه نگاری خوش ذوق بود که به هنرخطاطی نیز آراسته بود و نیز با زبان های عربی، ترکی،فرانسه آشنا بود و در زبان عربی نویسنده ای چیره دست محسوب می شود.

"পারভীন ১২৮৫ হিজরী শামসীতে তাবরীয শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেন। তিনি সাহিত্য বোদ্ধা পিতার সাহচর্যে বেড়ে ওঠেন। তাঁর পিতা ইউসুফ এতেসামী অশতিয়ানী, যার উপাধি ছিল "এতেশামুল মুলক" তৎকালীন সাহিত্য সমাজে তিনি ছিলেন প্রথিতযশা। যার মধ্যে অনেকগুলো মহৎ গুনের সমাহার ঘটেছিল। তিনি একাধারে শক্তিমান লেখক, সাহিত্যবোদ্ধা, গ্রন্থ সমালোচক ও পত্রিকার সম্পাদক। সুন্দর হস্তলিপি বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি আরবি, তুর্কী, ফরাসি ভাষা জানতেন এবং তাঁকে আরবি ভাষার দক্ষ লেখক হিসেবে গন্য করা হতো।"

Dhaka University Institutional Repository

বাবা ইউসুফ এতেসামী পারভীনকে অনুপ্রাণিত করেছেন বহুমাত্রিকভাবে। তিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন পারভীনের জীবনে, যা পরবর্তীকালে তাঁকে গন্ডীবদ্ধ পরিবেশ থেকে বৃহত্তর নাগরিক জীবনে উত্তরণে ও সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। শৈশব জীবনে বাবার উদার আনুকূল্য ও সার্বিক সহযোগিতা তাঁর শিক্ষার জগতে সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার দিগন্তকে প্রসারিত করে। যে জগত থেকে তিনি অর্জন করেন অপার শক্তি, শানিত করেন জীবনবোধকে। জেগে উঠেন নারী জাগরণ, নারী মুক্তি, নারী শিক্ষা, নারীবাদ ইত্যাদি বহুমাত্রিক কর্মকান্ডে। মানবিক মূল্যবোধ জাগরনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরনীয় মহিমা অর্জন করেছে। মূলত: ফারসি সাহিত্যে সত্যিকার অর্থে নারীবাদী ও মানবতাবাদী লেখক হিসাবে তিনি তাঁর চিন্তাধারায় মৌলিকতা, যুক্তিবাদিতা ও আধুনিকতার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন এবং এখানেই পারভীন অনন্য এক সাহিত্যিক, বিস্ময়কর এক প্রতিভা, আলোকিত এক নক্ষত্র।

পারভীনের বাবার মতো তাঁর মাতাও ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের নারী। যিনি চিন্তা-চেতনায় ছিলেন সুউচ্চ মার্গের অধিকারী। স্নেহ, মায়া, মমতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি মিশ্রিত ভালবাসায় গড়ে তোলেন পারভীনের মানস পট। আগামী দিনের আলোকিত জগত নির্মাণ করার জন্য তিলে তিলে স্থাপণ করেন পারভীনের মানসিক ভিত্তি। পারভীনের মায়ের ভূয়সী প্রসংশা করে আকবর মুরতুজাপুর উল্লেখ করেন-[৪]

Dhaka University Institutional Repository

مادر پروین از خاندان فتوحی تبریزی است خانمی مدبر،صور، خانه دار و حفیف بود.

"পারভীনের মা তাবরিজের সম্ভ্রান্ত বংশের নারী, যিনি ছিলেন ভদ্র, ধৈর্য্যশীলা।"

অতএব, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পিতা ও মাতার দিক থেকে পারভীন ছিলেন উচ্চ বংশ মর্যাদার অধিকারী। সর্বোপরি পন্ডিত বাবা ও উদার মায়ের সচেতন পরিচর্যায়ই শৈশব থেকেই জ্ঞান, পান্ডিত্য, সৃজনশীল ও প্রগতিশীল মানসিকতায় বেড়ে উঠেন পারভীন এবং এই অনুকূল পরিবেশ তাঁর কচি মনে সাহিত্য চর্চার বীজ বপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পারভীন খুঁজে পান তাঁর সুপ্ত প্রতিভার স্ফুরন ঘটানোর উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ। ছোট্র পারভীন সে পরিবেশের সাথে মিলে মিশেএকাকার হয়ে সৃজনশীল সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলশ্রুতিতে কৈশোর থেকেই তিনি কাব্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং সাহিত্যিক ভূবনে গতিশীল যাত্রার সূচনা করেন। বিস্ময়করভাবে মাত্র আট বছর বয়সে তিনি প্রথম কবিতা রচনা করেন। যে কবিতা তাঁর বাবা ইউসুফ এতেসামী সম্পাদিত বিখ্যাত"বাহার" (بهار) নামক সাময়িকীতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে হামিদ হাশেমী উল্লেখ করেন-[৫]

میرزا یوسف در دوران نوجوانی و جوانی پروین مجله بهار را سرپرستی می کرد که برای اولین بار اسعار دخترش را نیز درین مجله در معرض نقد و بررسی قرارداد. از آثاری که وی درین مجله به چاپ رسید چنین برمی آید که وی نویسنده ای پرمایه با قریحه ای زیبا و متبحّر در زبان فارسی می باشد آضمن این که مطالبی که به قلم او به زبان عربی در می آمد تسلط وی را به این طبان تیز می رساند.

"মির্যা ইউসুফ গারভীনের কৈশরে ও যৌবনকালীন সময়ে "বাহার" পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। প্রথমবারের মত তিনি মেয়ের কবিতাসমূহকেও এ পত্রিকায় প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। তার যেসকল লেখা পত্রিকায় ছাপা হতো তা যেন কোন কলম সৈনিকের লেখা, যার মধ্যে ফারসি ভাষার গভীরতর সৌন্দর্য প্রকাশমান। এ সকল লেখার মধ্যে তিনি আরবি ভাষার যে প্রয়োগ করতেন তা ফারসি ভাষার সাথে অতীব সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

Dhaka University Institutional Repository

❖ জন্মস্থান ত্যাগ ও তেহরান আগমন ঃ

পারভীনের জন্মস্থান তাবরিজ শহর রাজধানী তেহরান থেকে সুদূরে অবস্থিত হওয়ায় যোগাযোগ অব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কারণে শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে অনেকটা পশ্চাদপদ ছিল। তাই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবনের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার যথাযথ প্রয়োগের জন্য পন্ডিত বাবার পরামর্শে পারভীন তাঁর সাথে তেহরান চলে আসেন। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। তবে তেহরান চলে আসলেও তাঁর প্রকৃত শিক্ষার গোড়াপত্তন কিন্তু জন্মস্থান তাবরিজেই হয়। কেননা তখন পারভীনের পিতার বাসায় প্রায়ই সাহিত্যিক জলসা বসত। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হত। এক ভিন্নধারার সাহিত্যিক পরিবেশের আমেজ বিরাজ করত। যেখানে খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক, পন্ডিত, জ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন নাসর ইলাহ তাক্‌ভী, মুলকুশ শুয়ারা বাহার, মুহম্মদ হাশিম মীর্জা, আফছার সহ বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ। পারভীন সেখানে সানন্দচিত্তে অংশগ্রহণ করতেন। পারভীন ছোট্র হওয়ায় সবার আদর ও ভালবাসায় সিক্ত হয়ে সাহিত্যরস আস্বাদন করেন এবং ধীরে ধীরে সাহিত্যের সমজদার অনুরাগী হয়ে উঠেন। এভাবেই তাঁর মানসপটে সাহিত্যিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। সাহিত্যের প্রতি সৃষ্টি হয় গভীর অনুরাগ। এ সকল পন্ডিত ও প্রথিতযশা ব্যক্তির সাহচর্যে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা পারভীনের মনে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করে। যা পরবর্তীকালে তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক মনস্ক করে তোলে। পারভীনের জীবনের এই প্রাথমিক অবস্থা বর্ননা করে আকবর মুরতুজাপুর তাঁর "کلیات دیوان پروین اعتصامی" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

از سن شش سالگی در محافل ادبی پدرش که باحضور دانشمندانی چون سید نصرالله یقوب و ملک الشعراء بهار و محمد هاشم میرزا افسر و بسیار از ادبای دیگر تشکیل می یافت شرکت می کرد.

গবেষক বেহনাজ বাহাদুরী ফার উল্লেখ করেন-[৬]

منزل پدر، محفل ادبی شاعران و ادبای معروفی چون ملک الشعرای بهار بود و پروین نیز در این مجالس شرکت می کرد.

তাছাড়া শৈশবে এই বয়সেই পারভীন ফেরদৌসী, নাসের খসরু, মনুচেহর, মৌলভী, নেজামী প্রমুখ জগত বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্যকর্ম অধ্যয়ন করেন এবং তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করেন। এ প্রসংগে বেহনাজ আরো উল্লেখ করেন-

کودکی پروین به خلاف هم سالنش به مطالعه ی آثار گزشتگان سپری شد. در سنین نوجوانی، آثار فردوسی، ناصر خسرو، منوچهری، مولوی، نظامی را یک دور مرور گرده بود.

Dhaka University Institutional Repository

তবে শৈশবে আমাদের বেগম রোকেয়ার মতো পারিবারিক কঠোর অবরোধের মধ্যে পারভীনকে পড়তে হয়নি। এখানে পারভীনের পারিবারিক পরিবেশ ছিল অনেক উদার, সহায়ক, সৃজনশীল ও ইতিবাচক। কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষানুরাগী বাবা-মায়ের কোমল ভালবাসা পারভীনকে করে অপূর্ব নিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, তেজস্বী, উদার, একাগ্র, সহনশীল ও বিদ্যানুরাগী। বাবা ইউসুফ ছিলেন আরবি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিদগ্ধ পন্ডিত। সুতরাং পারভীন পেয়েছেন এক অনন্য সুযোগ। আর পারভীন এখানেই পন্ডিত বাবার কাছে আরবি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান আহরণ করে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং তেহরানের একটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে আকবর মুরতুজাপুর উল্লেখ করেন-[৭]

پروین تحصیلات ابتدایی را در یکی از مدارس تهران به پایان رسانید و دستور زبان فارسی و قواعد ادب عربی را نزد پدر آموخت.

পারভীন এতেসামী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তের পর রাজধানী তেহরানে অবস্থিত তৎকালীন প্রসিদ্ধ "আমেরিকান মহিলা কলেজে" ভর্তি হন। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং কৃতিত্বের সাথে আঠার বছর বয়সে ইংরেজি ভাষা সাহিত্যে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। এই আমেরিকান মহিলা কলেজ তাঁর জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করে। কলেজের হাজারো স্মৃতি তাঁর মনোজগতে ভীড় জমায়। যে কারণে কলেজের বিদায় উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকে পারভীনের চমৎকার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। যা সবার উচ্ছসিত প্রশংসা কুড়ায়। মূলত: এখান

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই "কবি পারভীনে"র খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ কবিতার প্রথম দুটি পংক্তি এবং এর বাংলা অনুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ای نهال آرزو خوش زی که بار آورده ای

غنچه بی بادصبا گل بی بهار آورده ای.

হে প্রত্যাশার চারাগাছ সুফল বয়ে এনেছ সুখে থাক তুমি।

হিমেল হাওয়া ছাড়াই কুড়িতে বসন্ত বিনা এনেছ ফুলরাজি।

তিনি ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যে অসাধারণ গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। যে কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঐ কলেজেই শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করার সাথে সাথে এখানেই শিক্ষকতা করা ছিল বিরল সম্মানের। ফারসি ও ইংরেজি সাহিত্যে দুই বছর এখানে শিক্ষকতা করে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

এ প্রসঙ্গে আকবর মুরতুজাপুর উল্লেখ করেন-[৮]

تحصیلات متوسطه اش را در مدرسه دخترانن امریکایی تهران به پایان رسانید.

زبان و ادبیات انگلیسی را دقیق وعمیقیاد گرفته و دو سال در مدرسه ای که

درس می خواند، ادبیات فارسی و انگلیسی را تدریس می کرد.

Dhaka University Institutional Repository

❖ পারভীনকে নিয়ে রহস্য ও কৌতূহল ঃ

যৌবনকাল থেকেই পরভীন কবিতা লিখতেন। কখনো কখনো সাহিত্য আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। আবার এগুলো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের ধারণা জন্মেছিল যে, ঐসব কবিতা পারভীনের লেখা নয়। অনকে পারভীনের কবিতা সমন্ধে সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশ করতো। তারা পারভীনের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হতো। এমনকি অনেকে আবার তাঁকে কৌতুহলবশত: পুরুষ বলেও ধারণা করত। পারভীন নিজেই এসব ভ্রান্ত ধারণা, কৌতুহল ও রহস্যের জাল উন্মোচন করে এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন। পারভীন বলেন-

مرد پندارند پروین را چه جمعی زاهل فضل

این معما گفته نیکوتر که پروین مرد نیست.

জ্ঞানীদের একটি দল কি করে পারভীনকে পুরুষ ভাবে
এ রহস্যের জট খোলাই উত্তম যে পারভীন পুরুষ নয়।

তবে এখানে এটা হতে পারে যে, তৎকালীন ইরান সমাজ ব্যবস্থা ছিল অনেক রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে পারভীন ছিলেন আধুনিক মনস্ক ও প্রগতিশীল। পারভীনের আধুনিক ধাচের চালচলন ও পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল ঐ সমাজ ব্যবস্থার বিপরীতে। তাই তাঁর আধুনিক ও প্রগতিশীল আচরনে দূর থেকে কেউ কেউ পারভীনকে

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ মনে করতে পারেন। আর এ মনে করাটাই অনেকের মাঝে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে পারভীন হচ্ছেন আধুনিক সংস্কৃতি মনস্ক প্রগতিশীল নারী। যে নারী স্বপ্ন দেখতেন একটি আলোকিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার। যেখানে মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় কাছে ডাকবে। মানুষ ও মনুষ্যত্বের বিজয়োল্লাস ও জয়ধ্বনি আসমান-জমিনকে প্রকম্পিত করবে।

❖ দাম্পত্য জীবন ঃ

মানব জীবনের পূর্ণতা দানের জন্য"বিবাহ" একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বন্ধন। একটি সুখময় বন্ধনের মাধ্যমেই নারী-পুরুষ আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন জীবনকে সুন্দর করে সাজানো গোছানোর। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসাপূর্ণ বন্ধনের মাধ্যমেই একটি সুখী ও স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে "বিবাহ বন্ধন" একজন পুরুষ ও নারীর সুপ্ত মনের চলমান প্রত্যাশা। প্রত্যাশা থাকে জীবন ঘনিষ্ঠ স্বপ্নময় পৃথিবীর। এমনই হাজারো প্রত্যাশা নিয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখেন পারভীন।

গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার দশ বছর পর আটাশ বছর বয়সে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামী সৈনিক পেশায় নিয়োজিত আপন চাচাতো ভাই। অত:পর সংসার সাজানোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বামীর হাত ধরে চলে যান কেরমানশাহতে। কিন্তু হঠাৎই দাম্পত্য জীবনের সূচনালগ্নে ছন্দপতন ঘটে। পারভীনের দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই নেমে আসে কালো মেঘ। মধুময় দাম্পত্য প্রত্যাশায় ভরপুর জীবনে তৈরী হয়

Dhaka University Institutional Repository

ফাটল, নেমে আসে বিপর্যয়, ভেঙ্গে যায় দাম্পত্যের ভিত্তি। সৈনিক স্বামীর রুক্ষ স্বভাব. নেশাগ্রস্ততা, অনাচার, হিংস্রতা, ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ক্রোধের আগুনে জ্বলে পুড়তে থাকে পারভীনের কোমল মন। ঝলসে যায় স্বামী-স্ত্রীর মধুর বন্ধন। ভালবাসার বন্ধন পুড়ে যায় স্বমীর নিষ্ঠুরতায়। জীবন যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকে পারভীনের কোমল মন। পারভীনের প্রতি রুক্ষ স্বামীর মধ্যে স্থায়ী রেখাপাত কের নিষ্ঠুরতা, অন্যায় ও অনাচার। ভালবাসার গোপন শক্তি ফেরাতে পারেনি নিষ্ঠুর ও নেশাগ্রস্ত স্বামীকে। ফলশ্রুতিতে এই অস্বস্তিকর পরিবেশে বিপর্যস্ত অবস্থায় স্বাধীনচেতা, সূক্ষ, নির্মম, কোমল, স্বচ্ছ ও সুন্দর কবি মানসের সাথে রুক্ষ ও নেশাগ্রস্ত স্বভাবের সৈনিক স্বামীর মিল না হওয়ায় পারভীন তাকে ডিভোর্স দিতে বাধ্য হন। মাত্র চার মাসের ব্যবধানে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। অবশেষে পরম নির্ভরতা ও পরম ভালবাসায় ভরপুর বাবার বাড়ী ফিরে এসে একাকীত্বের নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেন। বিবাহ বিচ্ছেদে পারভীন তীব্রভাবে মর্মাহত হন। যে জ্বালা-যন্ত্রনায় কাতর হয় তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতায় এ যন্ত্রনার কথা সাহিত্যিক মাত্রায় রূপ লাভ করে। পারভীন গেয়ে উঠেন-

ای گل تو زجمعیت گلزار چه دیدی

جز سرزنش وبدسری خار چه دیدی

رفتی به چمن لیک قفس گشت نصیبت

اندر چمن ای مرغ گرفتار چه دیدی.

Dhaka University Institutional Repository

হে ফুল তুমি ফুলের আসরে কী দেখেছ?
কাঁটার রুক্ষতা আর ভৎর্সনা ছাড়া কী দেখেছ?
বাগানে গিয়েছিলে কিন্তু ভাগ্যে জুটেছে খাঁচা
ওহে বন্দিনী পাখি! ফুলবনে ঢুকে কী দেখেছো?

পারভীনের সোনালী জীবনের এই বিপর্যস্ত অধ্যায়ের বর্ণনা করে আকবর মুরতুজাপুর উল্লেখ করেন-[৯]

پروین در تیرماه سال ۱۳۱۳ با پسر عموی خود که از افسران شهر بانی کرمانشاه بود ازدواج کرد. پس از دو ماه طلاق گرفت و به خانه پدر باز گشت و از ماجرای این جدایی با کسی حرض کرد به طوری که برادر پروین ابوالفتح اعتصامی می نوسید : چون اخلاق نظامی گرمی باروح لطیف و آزاد پروین مغاطرت داشت و پروین از خانهای که هرگز مشراب و ثریاک به آن راه نیافته بود، پس از ازدواج ناگهان به خانه ای و ارد شد که یک دم از شروب و دود و دم ثریاک خالی نبود او را مجبور به جدایی کرد.

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ড. মুহম্মদ রুহানী উল্লেখ করেন-[১০]

یعنی در تیر سال ۱۳۱۳ پروین ۲۸ ساله ، ازدواج کرد، شوهرش که پر عموی پدر او و افسر شهربانی بود، وی را چهار ماه پس از عقد ازدواج به کرمانشاه که محل خدمت وی بود. برد، اما پروین پس از دو ما و نیم اقامت در خانه ی همسر به منزل پدر بازگشت و مرداد ۱۳۱۴ به دلیل اعتیاد و فساد شوهرش، رسماً از او جدا شد.

পারভীনের ক্ষণস্থায়ী দাম্পত্য জীবনের কথা এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় বরং অত্যাবশ্যকীয়। বিবাহ বিচ্ছেদে তিনি জীবনের কঠিনতম সংকটজনক একটি কালো অধ্যায় অতিক্রম করেন। পারভীনের মনে সৃষ্টি হয় মারাত্মক ক্ষত। স্বামীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও মেজাজে বিপর্যস্ত হয় তাঁর মনোজগত। স্ত্রীর উপর থেকে স্বামীর ভালবাসার আলো নিভে গেলে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু পারভীন এ অন্ধকাচ্ছন্ন পৃথিবী দেখে পিছু হটেননি। অগ্রসর হন নতুন উদ্যম ও আশার আলো নিয়ে। মানসিকভাবে ক্ষত বিক্ষত হলেও ভেঙ্গে পড়েননি সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী পারভীন। স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতন ঘটলেও মানব মনের গতি হারিয়ে নিরাশ হয়ে পড়েননি। বাবার উৎসাহ ও আনুকূল্য ও স্বীয় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে দাম্পত্য বিচ্ছেদের পরও লেখাপড়া ও সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। পারভীনের মনের ঔজ্জ্বল্যে

Dhaka University Institutional Repository

দূরীভূত হয়ে যায় চারপাশের অন্ধকার। বিজয় হয় পারভীনের ঔজ্জ্বল্যের, ব্যক্তিত্বের, আত্মবিশ্বাসের। সমৃদ্ধ হয় তাঁর কবিতার বাণী। সুদূরপ্রসারী হয় এ কবিতার আবেদন।

❖ পারভীনের পিতার ইন্তেকাল ঃ

পিতা ইউসুফ এতেসামী ছিলেন পারভীনের চলার পথে অনুপ্রেরণার পাথেয়। যে পিতার অনবদ্য অবদানে পারভীন আজ "মানবতার কবি পারভীন" এ পরিণত হন, সে পিতা ইউসুফ এতেসামী বিদায় নেন পৃথিবী থেকে। পরম ভালবাসা ও নির্ভরতার প্রতীক বাবাকে হারিয়ে পারভীন চরম অসহায়বোধ করেন। পৃথিবীর হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যে বাবার কাছে শান্তির আশ্রয় নিতেন, তিনি আজ তাঁকে একাকীত্বের সাগরে নিমজ্জমান করে চলে যান পরকালের বাসিন্দা হয়ে। পারভীনের বিবাহ বিচ্ছেদের কিছুদিন পর ১৩১৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইউসুফ এতেসামী এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। যে বাবা পারভীনের বিভিন্ন সমস্যায় সবচেয়ে বেশি সান্ত্বনা দিতেন, স্নেহমাখা নির্ভরতায় কাছে ডাকতেন সে বাবার বিদায়ে পারভীন আজ অশান্ত ও স্থবির হয়ে মানুষিকভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে হয়ে পড়েন। পিতার অভাবে তিনি জর্জরিত, মর্মাহত ও বেদনাগ্রস্ত। ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায় তাঁর কোমল হৃদয়। নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠে আজ অসহায়ের দোলনা। পিতার ভালবাসার জন্য কাতর হয়ে উঠে তাঁর মনোজগত। মনোজগতের এ কাতরতার চিত্র ফুটে উঠে প্রয়াত বাবা ইউসুফের জন্য রচিত পারভীনের এই মরছিয়া কবিতায়।

এ প্রসঙ্গে আকবর মুরতুজাপুর উল্লেখ করেন-[১১]

Dhaka University Institutional Repository

یکی از رنجهای بزرگ پروین مرگ پدرش بود در سال ۱۳۱۶ اتفاق افتاد و برای پروین سخت جانگاه بود، در مرثیه ای که برای مرگ پدر ساخته و پدر را به مناسبت اسمش ((یوسف کنعانی من)) خوانده است سروده.

পারভীন তাঁর পিতার মৃত্যুতে একটি মরছিয়া কবিতা লেখেন। নিম্নে এর কিছু অংশ অনুবাদসহ উপস্থাপন করা হলো।

پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل تیشه بود که شد باعث ویرانی من

یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند مرگ گرگ تو شد ای یوسف کنعانی من

....

....

من یکی مرغ غزل خوان تو بودم چه فتاد که دگر گوش ندادی به نوخوانی من

گنج خود خوادیم و رفتی و بگذاشتیم ای عجب بعد تو با کیست نگهبانی من

হে পিতা তোমার উপর পতিত হলো মৃত্যুর কুঠার
এমন কুঠার যা আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে।

তোমার নাম ছিল ইউসুফ, অথচ নিজেকে নেকড়ের হাতে
সমর্পণ করে আমার জন্য হয়েছো ইউসুফ কেনআনী।

Dhaka University Institutional Repository

.....

.....

হে ইউসুফ কিনানী (প্রিয় পিতা) মৃত্যু তোমার
কাছে নেকড়ে সরূপ আবির্ভূত হয়েছে।

আমি তোমার কাছে ছিলাম এক সুরেলা কণ্ঠের পাখি
কী হলো যে, তুমি আর আমার নতুন নতুন গান শুনতে পাবেনা।

আমি আমার সমগ্র নিবেদন করলাম অথচ তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে
কী আশ্চর্য! তুমি চলে যাবার পর কে আমায় লালন-পালণ করবে?

তাছাড়া বেহনাজ বাহাদুরী ফার বলেন-[১২]

چند پس از این موضوع (جدای شوهر)، پدر پروین فوت شد. مرگ پدر برای پروین سخت، سنگین بود. در مرثیه ای که به این مناسبت سروده، عمق اندوه شاعر نمایان است.

পারভীন প্রিয় বাবাকে হারিয়ে কতো যে মর্মাহত ও বেদনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, উল্লিখিত মরছিয়া কবিতা এর প্রত্যক্ষ স্বাক্ষ্য বহন করে। তাঁর হৃদয়ের দুঃখবোধ প্লাবিত করে এ কবিতার প্রত্যেকটি শব্দ ও ছত্রকে। বেদনার করুণ সুর ধ্বনিত হয় কবিতার পরতে পরতে। সাহিত্যপ্রেমী মানুষ শোকাহত হয়ে উপলব্দি করেন এ মরছিয়া কবিতার করুন সুর। পারভীনের দুঃখবোধ আজ প্রতিটি মানুষের দুঃখবোধে পরিণত হয়েছে। প্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

পিতার জন্য কন্যা পরভীনের এই আকুতি-মিনতি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে যন্ত্রনার আগুন জ্বালিয়ে তোলে।

❖ পারভীনের ইন্তেকাল ঃ

এই সমকালীন শ্রেষ্ঠ মহিলা কবির জীবন বেশিকাল স্থায়ী হয়নি। অধিক সাহিত্যকর্ম রেখে যাওয়ার অবকাশ তাঁকে দেয়নি মহাকাল। ফারসি সাহিত্যের ফুলের আসরে গভীর নিশিথে তাঁর অস্তিত্বের ফুল বিবর্ণ হয়ে মহান খোদার আহ্বানে পাড়ি জমান উর্ধ্বলোকে।

পারভীন এতেসামী বহু স্বীকৃতি, গৌরব ও সম্মানের অধিকারী ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। ভাই আবুল ফাতাহ এতেসামী (ابوالفتح اعتصامی) যখন তাঁর কাব্যগ্রন্থ দ্বিতীয়বার ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করেন, তখন হঠাৎ ১৩২০ হিজরী শামসীর ৩রা ফারভারদিন মোতাবেক ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শয্যাসায়ী হন এবং টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এ পৃথিবীর সাহিত্য প্রেমিক মানুষকে শোক সাগরে ভাসিয়ে উর্ধ্বলোকে গমন করেন।

এ প্রসঙ্গে আকবর মুরতুজাপুর উল্লেখ করেন-[১৩]

بروین در شانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۲۰ در سن سالگی به مرض حصبه در گذشت و آرامگاه او در قم زیارتگاه عاشقان ادب پارسی است.

Dhaka University Institutional Repository

پروین جوان مرد. حقیقت آن است که مرگ او ضایعه فرهنگی بود، زنی بود در پاکدامنی و عفت کلام چون او دیده نشده. به طوری که در اشعار او یک قطعه ای که حاکی از عوالم شهوت پرستی و غریزه جنسی باشد نمی یابید. او هرگز شعار نداده بلکه موعظه کرده است و چون داری علو فکر و بینش بئده لذا برای برخی اعجاب انگیز و باور نکردنی است.

তাছাড়া গবেষক হামিদ হাশিমীও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ মতামত পোষণ করেন। তাঁর ভাষ্য অনুসারে পারভীন ১৩২০ হিজরী শামসী সনে হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। পরবর্তীতে জানা যায় যে, তিনি জটিল টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। এই রোগ থেকে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেননি। তাৎক্ষণিক ও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অবশেষে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এবং এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। পারভীনকে 'কোম' শহরে অবস্থিত প্রিয় বাবা ইউসুফ এতসামী এবং পারিবারিক কবরস্থানের পাশে সমাহিত করা হয়। পারভীনের নিজের রচিত গজলই তাঁর কবরের পাথরে খোদাইয়ের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে হামিদ হাশিমী উল্লেখ করেন-[১৪]

و سرانجام پروین در نوروز ۱۳۲۰ بدون هیچ عارضه قبلی کسالت یافت و بستر می شد و دیگر از این بستر برنخاست، او را در کنار پدر و در مقبرهٔ خانوادگی

Dhaka University Institutional Repository

ایشان در قم به خاک سپردند، می گویند بیماریش حصبه بود و اشعار خود او را بر سنگ مزارش نقش بستند.

কবি পারভীন এতেসামী'র অকস্মাৎ মৃত্যুতে সবাই হতবাক হয়ে যান। সবার মাঝে শোকের ছায়া বিরাজ করে। অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী, পন্ডিত ও বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান সমূহ শোক গাঁথা কবিতা, প্রবন্ধ ও বাণী লেখেন। কিন্তু পারভীনের প্রিয় মায়ের শোক গাঁথা তাঁদের সমস্ত শোক গাঁথা থেকে বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। এ প্রসঙ্গে আকবর মুরতুজাপুর বলেন-[১৫]

بعد از مرگ آن شاعره بزرگ (پروین) نویسندگان و شاعران زیادی در سوگ او شعرها گفتند و در تعزیتش مقاله ها نوشتند اما سرود مادرش از هما آنها سوزنده تر است که می گفت در هر فروردین پنجمین یادهمین سال مرگ پروین است و من زنده مانده ام.

মৃত্যুর পর তাঁর আবাসস্থল থেকে একটি কবিতা পাওয়া যায়। পারভীন সেটি এপিটাফ (Epitaph) বা সমাধিলিপি হিসেবে খোদাই করে রাখার জন্য নিজেই রচনা করেছিলেন। এ কবিতার রচনাকাল জানা সম্ভব হয়নি। তবে সম্ভবত: মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে যখন তিনি জটিল টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন রচনা করে থাকতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেন। বিস্ময়কর ব্যাপার যে, পারভীন নিজেই নিজের 'এপিটাফ' (Epitaph) রচনা করে গেছেন। তাঁর লিখিত 'এপিটাফ' (Epitaph)-ই শ্বেতপাথরে খোদাইকৃত অবস্থায় স্থান পেয়েছে। পারভীন নিজেই বলেন-

این قطعه را برای سنگ مزار خود سروده ام.

অর্থাৎ আমি নিজেই আমার মাজারের জন্য এই কবিতা রচনা করেছি। কবিতাটি অনুবাদসহ পেশ করা হলো।

اینکه خاکِ سیهش بالین است

اَخترِ چَرخِ اَدب پرویناست

گرچه جُز تلخی از اَیّام ندید

هرچه خواهی، سُخنش شیرین است

صاحبِ آن همه گُفتار، امروز

سائل فاتحه و یاسین است

در ستان بِه که زِ وِی یاد کُنند

دلِ بی دوست، دِلی غَمگین است

خاک در دیده، بِسی جان فَرساست

Dhaka University Institutional Repository

سنگ بر سینه، بَسی سنگین است

بیند این بَستر و عِبرت گیرد

هر که را چشم حقیقت بین است

هر که باشی و زِ هَر جا بِرسی

آخرین مَنزلِ هَستی، این است

آدمی هَرچه توانگر باشد

چون بدین نُقطه رَسد، مسکین است

اَندر آنجا که قضا حَمله کُند

چاره تسلیم و اَدب تمکین است

زادن و کُشتن و پنهان کردن

دهر را زسم و رَهِ دیرین است

خُرّم آن کَس که در این مِحنت گاه

خاطری را، سببِ تَسکین است.

Dhaka University Institutional Repository

কালো মৃত্তিকা আজ যার বিছানা-ঠিকানা
সাহিত্যকাশের নক্ষত্র সে সপ্তর্ষি।

ভাগ্যে যদিও জোটেনি সংসারের তিক্ততা ছাড়া তার
যতই দেখবে তার কথায় পাবে মধু অপার।

এতসব কথামালার শিল্পী যিনি, তিনি তো আজ
সুরা ফাতেহা ও ইয়াসিনের বড় কাঙ্গাল।

বন্ধুদের জন্য উত্তম হবে, যদি তাকে করেন স্মরণ কবরে
বন্ধুহীন অন্তর সে তো চিন্তাক্লিষ্ট মন।

চোখের ওপরে চাপা মাটি বড় হৃদয়বিদারক
বুকের উপরে চাপা এ পাষাণ অসহনীয় সংহারক।

দেখুক এ বিছানা, শিক্ষা নিয়ে যাক
সত্যকে দেখার চক্ষু যার আছে সে উপলব্ধি করুক।

Dhaka University Institutional Repository

যে-ই হও, আর যেখানেই যাও বা আস
জীবন-জগতের শেষ মনযিল এই তো ঠিকানা।

মানুষ যতই সম্পদশালী আর হোক ধনী
এখানে যখন আসে সে তো দরিদ্র মিসকীন

নিয়তির বিধান হামলা করে যেখানে যখন
একমাত্র উপায়, বিনয়, আনুগত্য, আল্লাহতে সমর্পণ।

জন্মদান, গুম করা আর প্রাণ হরণ
জগতের এ চিরায়ত নিয়ম, বিধির বাঁধন

কষ্ট-ক্লেশের এই নিবাসে
আনন্দিত শুধু সেই লোক

যার আছে প্রশান্ত চিত্ত
হৃদয়ে আলোক।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত কবিতাই প্রমাণ করে যে, খোদা প্রেমিক ও মানবতাবাদী কবি পারভীন এতেসামী সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন। যে মৃত্যুর ভয়ে মানুষ সদা প্রকম্পিত, সে মৃত্যুকে স্বাগত জানানোর জন্যই পারভীন এই তাত্ত্বিকপূর্ণ কবিতা রচনা করে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। অবশেষে সে অপেক্ষার অবসান হয় এবং মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করে পরকালের বাসিন্দা হয়ে যান।

আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, রজনীকান্ত সেন, খান মোঃ ফারাবী, আবুল হাসান এর মতো কবি পারভীনের জীবনও ছিল ক্ষণস্থায়ী। তবু তিনি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে বিশাল সাহিত্যকর্ম উপহার দিতে পেরেছিলেন বিশ্ব সাহিত্য ভান্ডারকে। সমৃদ্ধ করেছিলেন মানবিক সাহিত্য জগতকে। স্বীয় প্রতিভায় আলোকিত করেছিলেন চারপাশের অন্ধকার জগতকে। বিস্ময়কর প্রেরণায় জাগিয়ে তোলেছিলেন আশাহত মানুষকে। পারভীনের কবিতা হচ্ছে অসীম অনুপ্রেরণার অন্তহীন উৎস। তাঁর কবিতার মর্মবাণী সাধারণের হৃদয় জগতে অনায়াসে প্রবেশ করে তাদের জীবনবোধকে গভীরভাবে অনুপ্রানিত করে। অনুপ্রেরণা দেয় সকল কল্যাণমূলক কাজের সহযোগী হতে। পারভীনের অস্তিত্বে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, স্থিরতা ও মানবিকতা। তাঁর মনোজগত জুড়ে বিরাজ করে প্রেম, মানুষ ও মানবিকতা। সমস্ত মানবিক কল্যাণ ও মূল্যবোধের অধিকারী পারভীন, যিনি মানবিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসের বিস্ময়কর উপমা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানবতার কবি পারভীন এতেসামী অত্যন্ত অল্প বয়সে কঠিন টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এ পৃথিবী থেকে বড়

Dhaka University Institutional Repository

অসময়ে চলে গেছেন। আরো কিছু সময় পেলে এ পৃথিবীর সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারতেন। উপহার দিতে পারতেন সাহিত্যপ্রেমী মানুষকে মানবতাবাদের কবিতা এবং সুন্দর পৃথিবী গড়ার মূলমন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে কবি পারভীনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১২৮৫ হিজরী শামসী (১৯০৬ খৃ.) সালে তাবরীযে জন্ম

১২৯১ হিজরী শামসী (১৯১২ খৃ.) সালে পরিবারের সাথে তেহরান চলে আসা

১২৯২ হিজরী শামসী (১৯১৩ খৃ.) প্রথম কবিতা রচনা

১৩০৩ হিজরী শামসী (১৯২৪ খৃ.) স্কুল জীবন শেষ

১৩০৩ হিজরী শামসী (১৯২৪ খৃ.) নারী ও ইতিহাস শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান

১৩১৩ হিজরী শামসী (১৯৩৪ খৃ.) বিবাহ

১৩১৩ হিজরী শামসী (১৯৩৪ খৃ.) বাপের বাড়ীতে ফিরে আসা

১৩১৪ হিজরী শামসী (১৯৩৫ খৃ.) স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

১৩১৪ হিজরী শামসী (১৯৩৫ খৃ.) তেহরানের উচ্চ জ্ঞানকেন্দ্র লাইব্রেরীতে কর্মজীবন শুরু

১৩১৪ হিজরী শামসী (১৯৩৫ খৃ.) কাব্যগ্রন্থ (দিওয়ান)-এর প্রথম মুদ্রণ

১৩১৫ হিজরী শামসী (১৯৩৬ খৃ.) সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় হতে 'লিয়াকত' পদক লাভ

১৩১৬ হিজরী শামসী (১৯৩৭ খৃ.) পিতা ইউসুফ এ'তেসামী'র ইন্তিকাল

১৩২০ হিজরী শামসী (১৯৪১ খৃ.) রোগ শয্যায় শায়িত

১৩২০ হিজরী শামসী (১৯৪১ খৃ.) কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ

১৩২০ হিজরী শামসী (১৯৪১ খৃ.) তেহরানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. আকবর মুরতুজাপুর, কুল্লিয়াতে দিওয়ানে পারভীন এতেসামী, এন্তেসারাতে আত্তার, ময়দানে ইনকেলাব, তেহরান, ১৩৭৯ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা -৯।

২. ড. মুহম্মদ রুহানী, পারভীন এতেসামী সেতারায়ে দার অসেমানে শেরে ইরান, এন্তেসারাতে নও, তেহরান, ইরান, ১৩৫৩ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-৭।

৩. হামিদ হাশেমী, জিন্দেগীনামে শায়েরান ইরান আজ অগাজ তা আসরে হাজের, এন্তে সারাতে ফারহাংগ ওয়া কালাম, তেহরান, ১৩৮২ হিজরী, পৃষ্ঠা-২৫৭।

৪. আকবর মুরতুজাপুর, কুল্লিয়াতে দিওয়ানে পারভীন এতেসামী, এন্তেসারাতে আত্তার, ময়দানে ইনকেলাব, তেহরান, ১৩৭৯ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-৯।

৫. হামিদ হাশেমী, জিন্দেগীনামে শায়েরান ইরান আজ অগাজ তা আসরে হাজের, এন্তে সারাতে ফারহাংগ ওয়া কালাম, তেহরান, ১৩৮২ হিজরী, পৃষ্ঠা-২৫৭।

৬. বেহনাজ বাহাদুরী ফার, জিন্দেগীনামে শায়েরানে আজ রূদাকী তা শামলু, নাশরে আওয়াইয়ে দানেশ, তেহরান ১৩৮৩ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-২৯৩।

৭. আকবর মুতুজাপুর, কুল্লিয়াতে দিওয়ানে পারভীন এতেসামী, এন্তেসারাতে আত্তার, ময়দানে ইনকেলাব, তেহরান, ১৩৭৯ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-৯।

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯

১০. ড. মুহম্মদ রুহানী, পারভীন এতেসামী সেতারায়ে দার অসেমানে শেরে ইরান, এন্তেসারাতে নও, তেহরান, ইরান, ১৩৫৩ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা- ।

Dhaka University Institutional Repository

১১. আকবর মুরতুজাপুর, কুল্লিয়াতে দিওয়ানে পারভীন এতেসামী, এন্তেসারাতে আত্তার, ময়দানে ইনকেলাব, তেহরান, ১৩৭৯ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-১৩।

১২. বেহনাজ বাহাদুরী ফার, জিন্দেগীনামে শায়েরান আজ রূদাকী তা শামলু, নাশরে আওয়াইয়ে দানেশ, তেহরান ১৩৮৩ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-২৯৩।

১৩. আকবর মুরতুজাপুর, কুল্লিয়াতে দিওয়ানে পারভীন এতেসামী, এন্তেসারাতে আত্তার, ময়দানে ইনকেলাব, তেহরান, ১৩৭৯ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-১৩।

১৪. হামিদ হাশেমী, জিন্দেগীনামে শায়েরানে ইরান আজ অগাজ তা আসরে হাজের, এন্তেসারাতে ফারহাংগ ওয়া কালাম, তেহরান, ১৩৮২ হিজরী, পৃষ্ঠা-২৬১।

১৫. আকবর মুরতুজাপুর, কুল্লিয়াতে দিওয়ানে পারভীন এতেসামী, এন্তেসারাতে আত্তার, ময়দানে ইনকেলাব, তেহরান, ১৩৭৯ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফারসি সাহিত্যে পারভীনের অবদান ঃ

কবি পারভীন ছিলেন অফুরন্ত সম্ভবনাময় আলোকিত মানুষ। মানবতাবাদী ও নারী জাগরণের অগ্রদূত এই মহান ব্যক্তি ছিলেন ফারসি সাহিত্যে নারী সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী প্রতিনিধি। ফারসি সাহিত্যে যেভাবে জগতবিখ্যাত পুরুষ কবি-সাহিত্যিকগণের আবির্ভাব ঘটেছে, সেভাবে নারী কবি-সাহিত্যিকগণের আবির্ভাব হয়নি। অথবা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে সে সুযোগ হয়ে উঠেনি। পারভীনের আবির্ভাব এ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। যদিও এই ক্ষণজন্মা মানবতাবাদী কবি বেশি দিন বেঁচে থাকেননি। তবু এই স্বল্প সময়ে বিশাল পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন মহামূল্যবান কবিতা সম্ভার তথা সাহিত্যকর্ম। আলোকিত করেছেন চারপাশে অন্ধকারে নিমজ্জমান জগত সংসারকে, আলোর মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছেন মানুষের মনোজগতে, সমৃদ্ধ করেছেন মানুষ ও মানবতার ভিত্তি।

পারভীন এই পঁয়ত্রিশ বছরের স্বল্প সময়ে রচনা করেন- কাসীদা (قصیده), মাসনবী (مثنوی), ও কেতআ (قطعه) ইত্যাদি। তাঁর এই কবিতা সমগ্রকে একত্রে دیوان پروین اعتصامی বা "পারভীন এতেসামী'র কবিতা সমগ্র" নামে সংকলন করা হয়।

এ প্রসঙ্গে বেহনাজ বাহাদুরী ফার উল্লেখ করেন-[১]

Dhaka University Institutional Repository

اشعار پروین که بیشتر در قالب قصیده، مثنوی و قطعه است مشتمل بر موضوع های اخلاقی، تعلیمی و اجتماعی است.

১৩১৪ হিজরী শামসী মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর একমাত্র "دیوان" বা "কাব্য সমগ্র" প্রথম প্রকাশিত হয়। অত:পর তা বিখ্যাত বাহার (بهار) নামক পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর কবি খ্যাতি সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

তাছাড়া ড. মুহম্মদ রুহানী তাঁর پروین اعتصامی ستاره ای در آسمان شعر ایران নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন-[২]

دیوان پروین نخستین بار در سال ۱۳۱۴ شمسی به چاپ رسیده، در آن زمان وی شاعری معروف و شناخته شده بود و بیست سال از شروع شاعری اش می گذشت، اهل فضل و ادب نیز با اشعار او در دوره ی دوم مجله ی بهار که همت پدر وی انتشار می یافت، آشنا بودند.

সচেতন ও দূরদর্শী বাবা ইউসুফ এতেসামী কন্যা পারভীনের বিয়ের আগে তাঁর "কাব্য সমগ্র" বা "دیوان" প্রকাশ করার বিরোধী ছিলেন। তখনকার দিনের পরিবেশ পরিস্থিতি ও বিদ্যমান সংস্কৃতির আলোকে তিনি তা সঠিক মনে করেননি। বাবা ইউসুফ

Dhaka University Institutional Repository

এতেসামী ভেবেছিলেন যে, একজন বালিকার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকে ন্যরা হয়ত জামাতা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বলে মনে করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আকবর মুরতুজাপুর উল্লেখ করেন-[৩]

پروین همچنان کار ادبی خود را دنبال کرد و دیوان شعرش را که پدر تا آن تاریخ اجازه طبع و نشر نداده بود (چون معتقد بود اگر قبل از ازدواج دیوان شعر دخترش چاپ شود مردم کوتاه نظر آن را تبلیغات برای شوهر یابی خواهند گذ شت) در سال ۱۳۱۴ به رسانید.

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে উপলব্ধি করা সহজ হয় যে, পারভীর যে সমাজে বাস করতেন তা ছিল কতোটা জটিল ও অনগ্রসরমান। আর এই জটিলতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার মাঝেই অবস্থান করে কবিকে এ বিশাল সাহিত্যকর্ম রচনা করতে হয়েছে।

তাঁর বিয়ে এবং স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের পর বাবা ইউসুফ তাঁর কন্যার "কবিতা সমগ্র" প্রকাশের কাজে সম্মতি দেন। পারভীনের প্রথম কবিতা সমগ্রের মধ্যে শামিল রয়েছে এমন সব কবিতা, যেগুলো তিনি ত্রিশ বছর বয়সের আগে রচনা করেছিলেন। তাঁর "কাব্য সমগ্র" বিখ্যাত পন্ডিত মালেকুশ শোয়ারা বাহার (ملک الشعراء بهار) এর একটি জ্ঞানগর্ভ ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয় এবং সর্বমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত ও প্রসংশিত হয়। এতে তাঁর খ্যাতি, পরিচিতি ও সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষ শাসিত সমাজে অনেকে বিশ্বাসই করতে পারছিলনা যে, এতো

Dhaka University Institutional Repository

দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষ শাসিত সমাজে অনেকেই বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, এতো হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকার কবিতা কোন মহিলা কবি রচনা করতে পারেন।

পারভীনের কাব্য সমগ্রীর প্রসংশা করে বিখ্যাত পন্ডিত মালেকুশ শোয়ারা বাহার-এর ভূমিকা লেখা প্রসঙ্গে হামিদ হাশিমী বলেন-[৪]

در مورد اشعار پروین نظریه صاحبنظران سراسر مدح است و تعریف از جمله،

مقدمه استاد بهار بر دیوان پروین که او را باشعرای بزرگ متقدم مقایسه نموده و

اشعارش را ستوده است.

তথ্যসূত্র :

১. বেহনাজ বাহাদুরী ফার, জিন্দেগীনামে শায়েরান আজ রূদাকী তা শামলু, নাশরে আওয়াইয়ে দানেশ, তেহরান ১৩৮৩ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-২৯৪।

২. ড. মুহম্মদ রুহানী, পারভীন এতেসামী সেতারায়ে দার অসেমানে শেরে ইরান, এন্তেসারাতে নও, তেহরান, ইরান, ১৩৫৩ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-১১।

৩. আকবর মুরতুজাপুর, কুল্লিয়াতে দিওয়ানে পারভীন এতেসামী, এন্তেসারাতে আত্তার, ময়দানে ইনকেলাব, তেহরান, ১৩৭৯ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-১০।

৪. হামিদ হাশেমী, জিন্দেগীনামে শায়েরানে ইরান আজ অগাজ তা আসরে হাজের, এন্তেসারাতে ফারহাংগ ওয়া কালাম, তেহরান, ১৩৮২ হিজরী, পৃষ্ঠা-২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পারভীনের ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা ও মন-মানস ঃ

মানবতাবাদী কবি পারভীনের ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ ও নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর। নির্জনতা প্রিয় কবির চিন্তা-চেতনা ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ। তিনি ছিলেন সত্য, সুন্দর ও ভালবাসার পূজারী, বন্ধুভাবাপন্ন, অল্পভাষী। শৈশব থেকেই পারভীন ছিলেন অধ্যবসায়ী ও চিন্তাশীল। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটত নিসঙ্গঁতা, নির্জনতা ও নিমগ্নতায়। সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের সাথে খুব কমই খেলাধূলা, হাসি-ঠাট্টা, হৈ-হল্লোর ও আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠতেন।

নৈতিক ও মানবতাবাদী কবি পারভীন সদা-সর্বদা সত্য ও সুন্দরের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। সত্য ও সুন্দরকে অবলম্বন করেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিকশিত হয়। তাই সত্যের অনুসারী পারভীন তাঁর কবিতায় গেয়ে উঠেন-

حقیقت گوی شو پروین چه ترسی

نشاید بهر باطل حق نهفتن.

সত্যবাদী হও হে পারভীন, কিসের ভয়?

মিথ্যার কারণে সত্য গোপন করা উচিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

পারভীন মনে করতেন সত্যবাদী মানুষকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে এবং সময়মত প্রকৃত সত্যের কথা বলতে হবে। কেননা সত্য কথার তরবারী কিছুতেই খাপবদ্ধ করতে নেই। যে কারণে পারভীন বলে উঠেন-

وقت سخن مترس و بگو آنچه گفتی است

شمشیر روز معر که زشت است در نیام.

কথার সময় ভয় পেওনা, যা বলার বলে যাও

যুদ্ধের দিনে তরবারি খাপে আবদ্ধ থাকবে, এটা তো খুবই ঘৃন্য।

নারী জাগরণের অগ্রপথিক পারভীন পুতঃ চরিত্র, পবিত্র আকিদা-বিশ্বাস, সতী-সাধ্বী, ধৈর্য্যশীল, মধুর ব্যবহার, বন্ধুদের প্রতি দয়ালু ও বিনম্র স্বভাব, সত্যভাষী ও সবকিছুতেই ভালবাসার পথে অবিচল ছিলেন। স্বল্পভাষী পারভীন চিন্তা করতেন বেশি। সরলতা, ভদ্রতা, উদারতা, নৈতিকতা ও সবার সাথে সুন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন ছিলেন। প্রচার বিমূখ পারভীন কখনো নিজের চরিত্র ও সাহিত্য চর্চার গুণ-গরিমার কথা মুখে উচ্চারণও করতেন না। তাঁর এ অমায়িক মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার ও চরিত্রের কারণে সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মানীয় ও প্রিয়ভাজন পরিভাজনে পরিণত হন। তারকা উজ্জ্বল পারভীন পুত:পবিত্র অবস্থায় দুনিয়াতে আগমন করে পবিত্র সাহিত্যকর্ম উপহার দিয়ে পবিত্র অবস্থায় এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আকবর মুরতুজাপুর উল্লেখ করেন-[১]

پروین پاک طینت، پاک عقیده، پاکدامن، خوشخو، خوشرفتار، نسبت به دوستان مهربان، در مقام دوستی متواضع. و در طریق حقیقت و محبت پایدار بود. او چنانکه شیوه اعلب عقلاست، کمتر سخن می گفت و بیشتر فکر می کرد و در معاشرت، سادگی و متانت را از دست نمی داد. هیچگاه از فضایل ادبی و اخلاقی خود سخنی به میان نمی آورد و همین سادگی و سکوت پروین، گاهی کوته نظران را در فعیلت ادبی و اخلاقی او شبهه می انداخت. روی هم رفته، پروین مظهر کمال و اخلاق بود. او همچون فرشته پاک به دنیا آمد و پاک از دنیا رفت.

পারভীনের হৃদয় ছিল প্রকৃত অর্থেই ফুলের মতই নরম, কোমল ও মসৃন। যার প্রমান পাওয়া যায় তাঁর ফুলেল উপমা সাদৃশ্য-সৃজনশীল কবিতা সৃষ্টিতে। যেন ফুলের সুরভীতে সিক্ত তাঁর মন ও মানস এবং চিন্তার জগতের বাসিন্দা হয়ে আছে এই ফুলের সমারোহ। আর তাইতো পারভীন রচনা করেন-

گل پنهان، گل بی عیب، گل پژمرده، گل وخاک، گل و خار، گل سرخ، گل خود رو، گل و شبنم ইত্যাদি ফুলেল সুরভী সমৃদ্ধ কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

পারভীনের ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত সম্ভ্রমবোধ ও বিনয়ের কারণে তিনি দরবারের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন নি। এমনকি ইরান সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রনালয় প্রদত্ত সম্মাননা পুরস্কার লিয়াকত (لیاقت) গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানান।

তাছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আছে, যা তাঁর কবিতা সম্ভার হতে উপলব্ধি করা যায়। তা হচ্ছে, অহংকারী না হওয়া, গর্ববোধ ও আত্মপ্রীতি না করা। তাঁর রচিত পাঁচ হাজারের অধিক বয়েত সম্বলিত "দিওয়ান" বা কাব্যগ্রন্থে মাত্র দু'একটি জায়গায় প্রয়োজনীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে নিজের সমন্ধে কথা বলেছেন। এত তাঁর বিনয়, নম্রতা প্রচার বিমুখ সুন্দর নান্দনিক চরিত্রের বহি:প্রকাশ ঘটে। আমরা তাঁর চিন্তা, ব্যক্তিত্ব ও মননের পরিচয় পেতে পারি তাঁর কবিতায় উঁকি দিয়ে। আর পরিপূর্ণভাবে পারভীনের সৃজনশীল কবিতা অধ্যয়নের মাধ্যমেই তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইসহাক একজন ভারতীয় মনীষী।[২] তাঁর আগ্রহ ছিল তেহরানে তিনি পারভীন এতেসামীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। কিন্তু পারভীন সে অনুমতি দেননি। জনৈক মার্কিন লেখক যিনি ১৯২৬ সালে পারভীনকে তাঁর স্বামীর বাসায় দেখেছিলেন, তিনি লিখেছেন-পারভীন অসম্ভব রকমের লাজুক ছিলেন, বাড়ীর সবচেয়ে কম আলোর কামরায় তিনি বসেছিলেন। আমি যে দেড় ঘন্টা তাঁর বাড়ীতে ছিলাম, তখন তিনি তাঁর লাজুক চেহারা চাদরে আবৃত রেখেছিলেন। বস্তুত: সম্ভ্রমবোধ, দৃঢ়তা, বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য্য ইত্যাদি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অলংকার এবং তাঁর মানসপট ছিল মানবতা ও ভালবাসায় ভরপুর।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. আকবর মুরতুজাপুর, কুল্লিয়াতে দিওয়ানে পারভীন এতেসামী, এন্তেসারাতে আত্তার, ময়দানে ইনকেলাব, তেহরান, ১৩৭৯ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-১২।

২. ড. মুহাম্মদ ইসহাক ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ পন্ডিত, শিক্ষক ও সংগঠক। ১৯৪৪ সালে ভারতে "ইরান সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠাতা। যিনি ১লা নভেম্বর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট্রাল কলকাতার বিহার রাজ্যের আররাহতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এস. এস. কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এই উপমহাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কবি পারভীনের কাব্যরীতি এবং তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ঃ

ভাষা-সাহিত্যে প্রত্যেক কবি-সাহিত্যিকেরই রয়েছে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা এবং স্বীয় চিন্তা-চেতনার আলোকে রচনার সুবিন্যস্ত ধারা। যা সাহিত্যে সাবক (سبک) বা রচনারীতি বলে গণ্য করা হয়। প্রত্যেক ভাষা সাহিত্যই স্বকীয় রীতি বা স্টাইল (Style) অবলম্বন করে সমৃদ্ধ হয়। এই রচনারীতি কখনও যুগ বা সময়কালের হয়, কখনও ব্যক্তির একক ধারা হয়, আবার কখনও বা যুগ এবং ব্যক্তির নিজস্ব ধারার মিশ্রনে একটি সম্বলিত ধারায় সাহিত্যকর্ম রচিত হয়। আবার কখনও পূর্ববর্তী সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সাহিত্যকর্ম রচিত হয়। বিভিন্ন অবস্থা বা সময়ের প্রেক্ষাপটে এই "রচনারীতি" দিয়ে নাম না জানা অনেক কবি-সাহিত্যিক বা যুগকে অনায়াসে আবিস্কার করা যায়। তাই সাহিত্যে এই রচনারীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ এবং সাহিত্যে এটি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

পারভীনের রচনারীতি ও তাঁর উপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রাচীন বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকগণের বহুমাত্রিক প্রভাব রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হামিদ হাশিমী উল্লেখ করেন-[১]

تأثیر شعر قدما و شیوه آنان در سخنوری در کلام پروین، در غالبهای بیانی

شیوا به طور محسوسی جلوه گرمی می کند، دهخدا می گوید ((قصائد وی غالباً

Dhaka University Institutional Repository

به شیوه اشعار ناصر خسرو و نزدیک به شیوهٔ بیان سنائ می باشد و نشانهٔ هایی از شعر مسعود سعد در آن موج می زند، قطعانش از تأثیر کلام انوری خالی نیست و مثنویانش یادآور نظامی و مولانا و سعدی می باشد)) این محاسن که همگی یکجا جمع شده اند بدون شک اتفاقی نیست و حاصل توشه ای است که شاعرهٔ هشیار و زبردست ما از دوران تربیت و ارشاد پدر و همکلامی با دوستان او اند و خته است.

"প্রাচীন কবিদের কবিতা ও তাদের পদ্ধতি পারভীনের লেখায় বিদ্যমান। তাঁর লেখায় অনুভূতি ও চিন্তা শক্তির অগ্রসরতার প্রকাশ লক্ষ্যনীয়। দেহখোদা বলেন- তাঁর কাসীদার ষ্টাইল অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাসের খসরুর মত এবং সানায়ীর কাছাকাছি ও মাসুদ সাদের কবিতার প্রবাহ তাঁর কবিতায় ঢেউ খেলে যায়। যার প্রতিটি অংশে রয়েছে আনওয়ারীর প্রভাব, তাঁর মাসনভী যেন নিযামী, মাওলানা, সাদীকে স্মরণ করে দেয়। এ সকল সৌন্দর্য যেন তাঁর কবিতায় এসে একত্রিত হয়েছে। সন্দেহাতীতভাবে তিনি যেন আমাদের যুগের সচেতন ও দক্ষ কবি। তাঁর পিতা এবং তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।"

পারভীনের ভাষা, রচনারীতি ও ভঙ্গি অনেকটা প্রাচীন ফারসি ভাষা-সাহিত্যিক নাসের খসরু, দাকীকী, সানায়ী, সাদী, খাকানী ও জহির ফারয়াবী প্রমুখ এর খুব কাছাকাছি। বিভিন্ন আঙ্গিক, ধরণ, বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ে তাঁদের সাথে কবি পারভীনের সম্পৃক্ততা ও সাদৃশ্য রয়েছে। হামিদ হাশিমি এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করেন-[২]

Dhaka University Institutional Repository

اشعار پروین عالباً اجتماعی است، اخلاقی است، تربیتی است، و از دردها و رنج های اجتماع خبر می دهد و از لحاظ سبک و سیاق بیشتر شعرای منقدم چون ناصر خسرو، دقیقی، سنائ، سعدی، خاقانی، ظهیر وابستگی و شباهت دارد.

এটা সত্য যে, পারভীন পূর্ববর্তী বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এই প্রভাব যুগ ধর্মের প্রভাব। কোন কবি, সাহিত্যিক, পন্ডিত, গবেষক ও লেখক এই প্রভাবকে অবজ্ঞা বা পাশ কাটিয়ে যাননি। এই প্রচ্ছন্ন প্রভাব সময়ের আবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। তবে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, পারভীন তাঁদেরকে সরাসরি অনুকরণ বা অনুসরণ করেননি। বরং তাঁদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হয়ে এক নতুন আঙ্গিক বা ধারার কাব্য সামগ্রী সৃষ্টি করে সাহিত্যপ্রেমী মানুষকে উপহার দিতে চেয়ে পেরেছেন। কবি পারভীন এখানেই সার্থক, সৃজনশীল ও অনন্য এক প্রতিভার ঝরনাধারা।

গবেষক বেহনাজ বাহাদুরী ফার উল্লেখ করেন-[২]

پروین در ساختن مناظره مهارت خاصی دارد و با این که به طور کلی و به خصوص در مناظره گویی تحت تأثیر شاعرانی چون، اسدی طوسی، نظامی و سعدی است، ارزش و مقامی غیر قابل انکار دارد.

Dhaka University Institutional Repository

شیوه ی وی در سرودن شعر، تقلید محض از شاعران گذشته نیست، بلکه قدرت و نوآوری پروین هم پایه ی شاعران تراز اول است.

দূরদর্শী চিন্তাধারার অধিকারী কবি পারভীনের উল্লেখিত প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার যথেষ্ট ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। পন্ডিত বাবা ইউসুফ এতসামীর বাড়ীতে যে সাহিত্যিক জলসা বসত, সেখানে বিখ্যাত বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণ অংশগ্রহণ করতেন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ খোলামেলা আলোচনা করতেন। শিশু পারভীন সেখানে আনন্দ চিত্তে অংশগ্রহণ করতেন। তাছাড়া শৈশবেই পারভীন বাবা ইউসুফ এতেসামীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এই জগত বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্যকর্ম অধ্যয়ন করার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছিলেন।

তবে ভাষার দিক থেকে পারভীন ফারসি সাহিত্যের চিরায়ত কবিদের ভাষার অনুকরণ করলেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র রক্ষার্থে উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং নানা গল্প-কাহিনীর অবতারনা করেছেন ভিন্নমাত্রায়। সে সব কাহিনীতে সূক্ষ্ম মাত্রায় রসবোধের সাথে সাথে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অসঙ্গতি এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের চারিত্রিক স্খলনের প্রতিও আলী আকবর দেহখোদার মত সূক্ষ্মভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর কবিতার ধরণ ও ভঙ্গি শুধু প্রাচীনদের অনুসরণে নয় বরং অনেক নতুনত্বও পেয়েছে এবং আধুনিকতার ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মহিয়সী নারী পারভীন এমন এক সময়ে আগমন করেছেন, যখন তাঁর চারপাশে ছিল অন্ধকার, কুসংস্কার ও গোড়ামীপূর্ণ প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থা। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল সামাজিক কাঠামো। দারিদ্র, বঞ্চনা, অসহায়ত্ব, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন বৈষম্য, মিথ্যা ও প্রতারনা ইত্যাদি ব্যাধি সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবেশ করে ছিল। মানব সভ্যতার অর্ধাঙ্গিনী নারী সমাজ ছিল বৈষম্যের যাতাকলে নিস্পেষিত ও নির্যাতিত। এতিম ও মজলুমের আর্তচিৎকারে চারপাশের পরিবেশ ছিল প্রকম্পিত। মহান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব "মানুষ" অন্যায় ও বৈষম্যের শিকার হয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুর প্রহর গুনছিল। মানব সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি "মানুষ, মনুষ্যত্ব ও শিক্ষা" বৈষম্যের অন্ধকারে প্রকোষ্ঠে ছিল বন্দী। এ সমস্ত বহুমাত্রিক বিষয় পারভীনের দরদী হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করে এবং তাঁর রচিত কবিতার ছত্রে ছত্রে এর বিস্ময়কর বহি:প্রকাশ ঘটে।

পারভীনের কবিতায় যেমন সত্য, সুন্দর, মানুষ ও মানবতার জয়গান লক্ষ্য করা যায়, তেমনি নৈতিক শিক্ষার উপদেশ ও সৎকর্মের অনুপ্রেরণার সমাহারও পরিলক্ষিত হয়। অত্যাচারী ও বিলাসী শাসকের বিপরীতে অসহায়, নিপীড়িত, বঞ্চিত, মেহনতী ও দুঃখী মানুষের অবস্থার বর্ণনাও রয়েছে সুস্পষ্টভাবে। অসহায় এতিমের আর্তনাদ ও বেদনাভরা হৃদয়ের করুণ সুর অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, গোড়ামী এবং সামাজিক বৈষম্যপূর্ণ অবস্থার কারণে মানব সমাজ কীভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতনের শিকার হয় তাঁর সার্থক সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্য সাহিত্যে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীদের শারীরিক মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা সভ্যতার অগ্রযাত্রার পথে এক বিরাট অন্তরায়। নারীর প্রতিভা বিকাশে সামাজিক পরিবেশ, প্রথা ও অনুশাসনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে প্রচলিত বিরূপ ধারণাকে দূরীভূত করে নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে পারভীন তাঁর কবিতায় অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছেন।

পারভীনের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকল যুগের সব মানুষের মানবিক সমস্যাবলীর প্রতি সযত্ন মনোযোগ এবং একটি সভ্য স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থার রূপকল্প। অন্যায়, অত্যাচার, মিথ্যা, প্রতারণা, বঞ্চনা, দুঃখ, দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদিকে মানুষ ও মনুষত্বের বিপরীত বলে তিরস্কার করে মানবীয় চরিত্রকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। পাশাপশি এর থেকে উত্তরণ, উপায় ও সমাধানের পথ কাব্যিকভাবে উপস্থাপণ করেছেন- যা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন করে শান্তিময় সামাজিক ভিত্তি নির্মাণ করবে। একদিকে যেমন অসহায়ত্ব, বঞ্চনা, দারিদ্র, বৈষম্য ও এতিমের কান্নার করুণ সুর প্লাবিত করেছে তাঁর কাব্য সম্ভারকে, অপরদিকে হযরত মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের মত ঐতিহাসিক গঠনাবলীও স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতার একাংশে। সর্বোপরি পারভীনের কবিতা হচ্ছে তাঁর চিন্তা-দর্শন ও আশা আকাংখার দর্পণ এবং শ্রম, সাধনা ও আত্মবিশ্বাসের ঐশ্বর্য। প্রতিক্রিয়াশীল ও গোড়া রক্ষণশীলদের সমালোচনাকে উপেক্ষা করেমানব মুক্তি সামাজিক সুস্থ মানসিকতা, সাংস্কৃতিক ও মানবতাবাদের বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে।

হামিদ হাশিমী পারভীনের কাব্যের বিষয়বস্তু সমন্ধে বলেন-[৩]

اشعار پروین غالباً اجتماعی است، اخلاقی است، تربیتی است و از دردها و رنج های اجتماع خبر می دهد. پروین از جمله شعرائ است که بسیار زود محبوب

Dhaka University Institutional Repository

عامه شد، زیراکه پروین مداح نبود و مداحی امرا و سلاطین و زرمداران و زورداران را نکرد، پروین خادم اجتماع بود، او با توده بوده و غالب مخاطبان او طبقات محروح اجتماع بودند او ازین گروه حرف می زند، حقوق پایمال شده آنان را مطالبه می کند، در ذهن خود ستکاران را به دادگاه عدل الهی می کشاند و اشعاری چون برزگر فقیر، کودک یتیم و مرد رنجبر نشاندهندهٔ روح حساس او و عکس العملش نسبت به اجتماع می باشد.

"পারভীনের অধিকাংশ কবিতা সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষণীয়। সামাজিক দুঃখ-কষ্টের খবর আমরা পারভীনের কবিতা থেকে পাই। পারভীন এমন একজন কবি যিনি অতি অল্প সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হন। কেননা পারভীন চাটুকার ছিলেন না, তাঁর সময়ের আমীর-সুলতান, রাজা-বাদশাহদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হননি। পারভীন হচ্ছেন সমাজের সেবক, তিনি জনতার সাথে মিলেমিশে গেয়েছিলেন সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর কথা। যাদের অধিকার পদদলিত হচ্ছিল তাঁদেরকেই তিনি রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর বিবেকের দ্বারা তিনি অত্যাচারীদেরকে খোদার আদালতের সামনে হাজির করেছেন। তাঁর কবিতা এতীম, দরিদ্র চাষী, এতীম শিশু এবং ব্যথিত মানুষের হৃদয়ের দুঃখকে অনুধাবন করেছে এবং সমাজের সার্বিক চিত্র তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বেহনাজ বাহাদুরী ফার উল্লেখ করেন-[৪]

اشعار پروین که بیشتر در قالب قصیده، مثنوی و قطعه است، مشتمل بر موضوع های اخلاقی، تعلیمی و اجتماعی است.

بی انصاقی است اگر بگوییم پروین نسبت به اوضاع اجتماعی و به خصوص ستم و سخن بی عدالتی که گریبان گیر مردم است، بی اعتناست، اما مضمون شعر او اغلب درباره ی اند یشه های عرفانی و اخلاقی است. ((اخلاقی برای پروین مقدم بر هر امر دیگر است. او قبل از آن که یک عارف یا یک زاهد یا حتی یک زن، یعنی خودش باشد، یک معلم اخلاق است. به قول فرهنگی ها ((مورالیت)) است. همه چیز در شعر او با میعار اخلاق سنجیه می شود و اگر مطابق آن بود ارزش مند است و در غیر این صورت مردود.

এ প্রসঙ্গে আকবর মুরতুজাপুর উল্লেখ করেন-[৫]

পরোয়ীন در همه جا دل و جان بادردمندان دارد، غصه های آماس کرده مردمش را از زبان ذخ و سوزن، توانا و ناتوان، دیگر به طرزی قابل لمس نقاش می کرد. استعداد هنری پروین بی اند ازه حاصلخیز است. تصوراتش بالهای بلند پروازی دارد. باروانی و سهولتی سحرانگیز در زبان شعر می حرف می زند.

Dhaka University Institutional Repository

دیوان پروین با احساسات، آمال و امیدهای بشری پی ریزی شده است، و صدها تعبیرات گوناگون و کنایه های مختلف در این دیوان پراکنده است.

পারভীনের কিছু কিছু কবিতায় আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণনাও রয়েছে। কেননা তিনি তাঁর জীবনের শেষের দিকে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুকে পড়েন এবং তাঁর রচিত কাব্যে এর বহি:প্রকাশ ঘটে।

এ প্রসঙ্গে হামিদ হাশিমী বলেন-[৬]

و پروین آرام آرام به سوی عرفان رفت و از دنیا مادی فاصله گرفت و به سرودن اشعار عرفانی پرداخت و شعر ((لطاف حق او)) و ((کعبه دل)) و یا ((صید پریشان)) را درین دوران سرودو درین بیان ها غالباً ردّ پائ از آثار بزرگان علم و ادب و عرفان در شعر پروین یافت می شود.

"পারভীন ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুকে পড়েন এবং নশ্বর পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি আধ্যাত্মিক কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। لطاف حق او (খোদার অনুগ্রহ), کعبه دل (হৃদয়ের কাবা) এবং صید پریشان (পেরেশানের শিকার) কবিতাবলী রচনা করেন। তাঁর কবিতা ও বক্তৃতার একটি বৃহৎ অংশজুড়ে তৎকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য ও আধ্যাত্মিক সাহিত্যের প্রভাব পারভীনের কবিতায় পরিদৃষ্ট হয়।"

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফারসি সাহিত্যের আধুনিক কবি পারভীন এতেসামী ছিলেন মানবতাবাদী ও নারী জাগরণের অগ্রদূত। সামাজিক বৈষম্য, অন্যায়, অনাচার, দারিদ্য, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। পাশাপাশি খোদা প্রেমের আধ্যাত্মিক বিষয়ও বর্ণনা করেছেন কাব্যিকভাবে। মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের প্রয়োজনে পারভীন তাঁর কাব্যে নৈতিক শিক্ষা, মানবতা , দয়া, উদারতা, মহানুভবতা, নারী প্রগতি, সৌন্দর্য চেতনা ও আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বহুমাত্রিক বিষয় উপস্থাপণ করেছেন নান্দনিকভাবে। পিষ্ট মনুষ্যত্বের নিকৃষ্ট অপমান তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। বরং তাঁকে তীব্রভাবে বিচলিত-ক্ষত-বিক্ষত ও দগ্ধ করেছে। মানুষ ও তার মানবতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও মমতা ভালবাসার অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে তাঁর কবিতার প্রতিটি ছত্রকে করেছে সমৃদ্ধ ও আবেদনপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. হামিদ হাশেমী, জিন্দেগীনামে শায়েরানে ইরান আজ অগাজ তা আসরে হাজের, এন্তেসারাতে ফারহাংগ ওয়া কালাম, তেহরান, ১৩৮২ হিজরী, পৃষ্ঠা-২৫৮।

২. বেহনাজ বাহাদুরী ফার, জিন্দেগীনামে শায়েরান আজ রূদাকী তা শামলু, নাশরে আওয়াইয়ে দানেশ, তেহরান ১৩৮৩ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-২৯৪।

৩. হামিদ হাশেমী, জিন্দেগীনামে শায়েরান ইরান আজ অগাজ তা আসরে হাজের, এন্তেসারাতে ফারহাংগ ওয়া কালাম, তেহরান, ১৩৮২ হিজরী, পৃষ্ঠা-২৫৯।

৪. বেহনাজ বাহাদুরী ফার, জিন্দেগীনামে শায়েরান আজ রূদাকী তা শামলু, নাশরে আওয়াইয়ে দানেশ, তেহরান ১৩৮৩ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-২৯৪।

৫. আকবর মুরতুজাপুর, কুল্লিয়াতে দিওয়ানে পারভীন এতেসামী, এন্তেসারাতে আত্তার, ময়দানে ইনকেলাব, তেহরান, ১৩৭৯ হিজরী শামসী, পৃষ্ঠা-১০।

৬. হামিদ হাশেমী, জিন্দেগীনামে শায়েরান ইরান আজ অগাজ তা আসরে হাজের, এন্তেসারাতে ফারহাংগ ওয়া কালাম, তেহরান, ১৩৮২ হিজরী, পৃষ্ঠা-২৫৯--২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পারভীনের কাব্যে মানুষ ও মানবতাবাদের বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ণ ঃ

কবি-সাহিত্যিকের স্বর্গরাজ্য ইরানের প্রখ্যাত সমকালীন কবি পারভীন এতেসামী'র আবির্ভাব ফারসি সাহিত্যের ইতহাসে এক বিস্ময়কর যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর আগমন ফারসি সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। বিশেষ করে তিনি নারী সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আধুনিক কালের এ কবি সমসাময়িক অবস্থা ও ঘটনাবলী স্বচক্ষে অবলোকন করে স্বীয় উপলব্ধির আরোকে কবিতা রচনা করেন। পারভীন কাব্যের উপপাদ্য বিষয় হচ্ছে- মানুষ, মানবতাবাদ, মানবিক উচ্চতর দর্শন, প্রেম, অনুরাগ, উদারতা, নৈতিকতা ও মহানুভবতা ইত্যাদি। সর্বোপরী এক চিরন্ত ন মানবিক পরিশীলিত আহবান। তিনি এমন এক সমাজের স্বপ্নদ্রষ্টা-যেখানে নারী ও পুরুষ হবে জ্ঞান, পান্ডিত্য, ধৈর্য্য, ত্যাগ, মানবিক গুনাবলী ও মর্যাদাবোধের অধিকারী। যেখানে থাকবেনা কোন অসহায় এতীমের কান্নাররোল, বিঞ্চতের আর্তচিৎকার, দারিদ্রের হাহাকার ও বৈষম্যের নীরব যন্ত্রনা। পারভীনের কবিতায় রয়েছে মানবিক শিক্ষার উপদেশ, সৎকর্মের অনুপ্রেরণা ও হৃদয় নিংড়ানো সহানুভূতির নির্জাস। তিনি মানুষের জীবনযাত্রা ও সামাজিক ব্যবস্থার সুক্ষ্ম পর্যালোচনা করে এতীম, বঞ্চিত, মেহনতী, অসহায়, নির্যাতিত, নিঃস্ব ও দুঃখী মানুষের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত যন্ত্রণাগুলোকে নানা আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেন এবং পরিবার ও সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষের জন্য তাঁর অন্তরের ব্যথাগুলোকে কাব্যে রূপদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষণজন্মা কবি পারভীনের জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে তিরোধান পর্যন্ত সর্বদা তাঁর মনে প্রাণে ছিল মানবতার সুর। আজন্মই তিনি ছিলেন মাটি ও মানুষের খুব কাছের জন। নিপীড়িত, নির্যাতিত, অসহায়,বঞ্চিত ও প্রতারিত মানুষ ছিল তাঁর প্রিয় এবং সাধারণ মানুষের অনুভূতি ছিল তাঁর নিঃশ্বাসের উপাদান। যে কারণে ছিন্নমূল ভাগ্যাহতদের কথা নির্বিঘ্নে তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। অসহায় এতীমের কথা তাঁর কবিতায় যেভাবে বিধৃত হয়েছে, অন্য কোন কবি সাহিত্যিকের সাহিত্যে এতো স্পর্শকাতরভাবে বর্ণিত হয়নি। পারভীনই একমাত্র কবি যিনি বিষয়, উপমা, রূপক ও আঙ্গিক ইত্যাদির মাধ্যমে অসহায় এতীমের মর্মবেদনা হৃদয়স্পর্শী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কাব্যধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের চেতনার সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর ও ঘনিষ্ঠ। পারভীনের জীবন ঘনিষ্ঠ কবিতা আমাদের সহানুভূতিকে বিস্তৃত, চেতনাকে তীক্ষ্ণ এবং মনের পরিধিকে ব্যাপকতা দানে সহায়তা করে। পারভীন বিশ্বাস করতেন, মানব প্রেম ব্যতীত সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করা সম্ভব নয়। মানবিক ভিত্তির গঠন এবং চেতনার বিকাশে তাঁর কবিতার রয়েছে বিস্ময়কর আবেদন। পারভীন এ ধরণের অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন হৃদয়ের বিগলিত মমত্ববোধ দিয়ে। "اشک یتیم" বা "এতীমের অশ্রু" এমনই একটি বিখ্যাত মর্মস্পর্শী কবিতা, যা মানবিক মনের অনুভূতিকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করে এবং সবার মনোজগতকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

নিম্নে কয়েকটি কবিতা অনুবাদসহ উপস্থাপন করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

اشک یتیم

روزی گذشت پادشهی از گذر گهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
پیداست آن قدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی کوژ پشت و گفت
این اشک دیدهٔ من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گلّه آشناست

آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است
آن پادشا که مال رعیت خورد، گداست

Dhaka University Institutional Repository

بر قطرۀ سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست،

پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود

کو آن چنان کسی که نرنجد ز حرف راست.

এতীমের অশ্রু

প্রতাপশালী বাদশাহ একদা কোন এক পথ বেয়ে চলে গেলেন,
যার ফলে চতুর্দিকের অলি-গলি আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্রকম্পিত।

জনতার মধ্য থেকে এক এতীম শিশু জিজ্ঞাসা করল,
বাদশাহর শিরে শোভিত তাজ এতো উজ্জ্বল হলো কী করে?

এক ব্যক্তি জবাব দেয়, বাদশার তাজে কী আছে, আমরা কি জানি?
তবে এতটুকু জানি যে, নিশ্চয় তা কোন এক মহামূল্যবান রত্নমণি।

জনৈক বৃদ্ধা তার পাশে গিয়ে কানে কানে বলল,
এতো তোমার রক্তাক্ত কলিজা এবং আমার আঁখি জলে নির্মিত।

রাখালের চাবুক আমাদেরকে প্রতারণার ডোরে পিটিয়ে বেঁধেছে,
এই নেকড়ে বছরের পর বছর তার মেষপালের সাথে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

যে তাপস জমি-জমা ও সম্পদ কিনে, সে তো প্রতারক,
যে রাজা প্রজার সম্পদ ভোগ করে, সে তো পথের ভিক্ষুক।

এতীমের আঁখিজলেল ফোঁটায় ফোঁটায় দৃষ্টিপাত কর,
তবে দেখতে পাবে রত্নরাজির ঔজ্জ্বল্য কোথা থেকে আসে।

পারভীন, তোমার সত্যকথায় বিপদগামীদের কী লাভ?
কোথায় সে লোক, সে সত্য-সুন্দর কথায় ব্যথিত হয়না?

সাম্যবাদের অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধজাত সম্প্রীতি কামনা পারভীন মানসের এক বিশিষ্ট প্রধান অংশ। সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ চয়ন, উপমা ও রূপক ব্যবহারে তিনি অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া কল্পনাশক্তি ও অনুভূতির রয়েছে বলিষ্ঠ প্রকাশনা, যা নান্দনিকভাবে তাঁর কবিতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সহজ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও আবেদনপূর্ণ কবিতা রচনা করে পারভীন সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। সাধারণ, সরল, উদ্দীপণাময় ও অনুপ্রেরণামূলক ভাষা তাঁর কবিতার অলংকার, যা হতাশাগ্রস্ত ও আশাহত মানুষকে আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা, সম্প্রীতি ও গৌরবের সাথে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। মহাকবি ওমর খৈয়ামের মত পারভীনও এই নস্বর পৃথিবী সম্পর্কে অনর্থক দুশ্চিন্তা করতে বারণ করছেন। যে পৃথিবীর উদরে রয়েছে অতীত হওয়া নির্দয় অপমান যুগের সমাহার এবং বাদশাহ নওশেরওয়ান, হরমুজ ও দারার মত জগৎবিখ্যাত ব্যক্তির ধ্বংসের কাহিনী,

Dhaka University Institutional Repository

অসহায় মিসকিনদের দুঃখগাঁথা, সুন্দর ও অসুন্দরের সাংঘর্ষিক বহুমাত্রিকরূপ ইত্যাদি।

তাইতো পারভীন তার "**غم دنیا**" "দুনিয়ার দুশ্চিন্তা' নামক কবিতায় গেয়ে উঠেন...

غم دنیا

ای دل، عبث مخور غم دنیا را　　فکرت مکن نیامده فردا را

کنج قفس چو نیک بیندیشی　　چون گلشن است مرغ شکیبا را

بشکاف خاک را و ببین آنکه　　بی مهری زمانهٔ رسوا را

این دشت، خوابگاه شهیدانست　　فرصت شمار وقت تماشا را

از عمر رفته نیز شماری کن　　مشمار جدی و عقرب و جوزا را

دور است کاروان سحر ز ینجا　　شمعی بباید این شب یلدا را

در پرده، صداهزار سیه کاریست　　این تند سیر گنبد خضرا را

پیوند او مجوی که گم کرد است　　نوشیروان و هرمز و دارا را

این جویبار خرد که می بینی　　از جای کنده صخرهٔ صنما را

آرامشی ببخش توانی گر　　این دردمند خاطر شیدا را

Dhaka University Institutional Repository

افسون فسای افعی شهوت را افسار بند مرکب سودا را

پیوند بایدت زدن ای عارف، در باغ دهر حنظل و خرما را

ز آتش بغیر آب فرو ننشاند سوز و گداز و تندی و گرما را

پنهان هگرز می نتوان کردن از چشم عقل قصّهٔ پیدا را

دیدار تیره روزی نابینا عبرت بس است مردم بینا را

ای دوست، تا که دسترسی داری حاجب بر آر اهل تمنا را

زیراک جستن دل مسکینان شایان سعادتی است توانا را

از بس بخفتی، این تن آلوده آلود این روان مصفا را

از رفعت از چه با تو سخن گویند نشاختی تو پستی و بالا را

مریم بسی بنام بود، لکن رتبت یکی است مریم عذرا را

بشناس ایکه راهنور دستی پیش از روش، درازی و پهنا را

خودرأی می نباش که خودرأیی راند از بهشت، آدم و حوّا را

پاکی گزین که راستی و پاکی بر چرخ بر فراشت مسیحا را

Dhaka University Institutional Repository

آنکس ببرد سود که بی انده آماج گشت فتنهٔ دریا را

اوّل بدیده روشنئی آموز زان پس بپوی این ره ظلما را

پروانه پیش از آنکه بسوزتدش خرمن بسوخت و حشت و پروا را

شیرینی آنکه خورد فزون از حدّ مستوجب است تلخی صفرا را

ای باغبان، سپاه خزان آمد بس دیر کشتی این گل رعنا را

ببمار مرد بسکه طبیب او بیگاه کار بست مداوا را

علم است میوه، شاخهٔ هستی را فضل است پایه، مقضد والا را

نیکو نکوست، غازه و گلگونه نبود ضرور چهرهٔ زیبا را

عاقل بوعدهٔ برّهٔ بریان ندهد ز دست نزل مهّنا را

ای نیک، با بدان منشین هرگز خوش نیست وصله جامهٔ دیبا را

گردی چو کباز، فلک بندد برگردن تو عقد ثریّا را

صیّاد را بگوی که پر گشکن این صید تیره روزبی آوا را

ای آنکه راستی بمن آموزی خود در ره کج از چه نهی پا را

Dhaka University Institutional Repository

خون یتیم درکشی و خواهی باغ بهشت و سایهٔ طوبی را

نیکی چه کردهایم که تا روزی نیکو دهند مزد عمل ما را

انباز ساختیم و شریکی چند پروردگار صانع یکتا را

برداشتیم مهرهٔ رنگین را بگذاشتیم لؤلؤ لا لا را

آموزگار خلق شدیم اما نشناختیم خود الف و با را

بت ساختیم در دل و خندیدیم برکیش بد ، برهمن و بودا را

ای آنکه عرعزم جنگ یلان داری اوّل بسنج قوّت اعضا را

از خاک تیره لاله برون کردن دشوار نیست ابر گهرزا را

ساحر، فسون و شعبه انگارد نور تجلّی و یدبیضا را

در دام روزگار ز یکدیگر نتوان شناخت پشّه و عقا را

در یک تراز از چه ره اندازد گوهر شناس، گوهر و مینا را

هیچ مهزار سال اگر سوزد ندهد شمیم عو و مطّرا را

بربوریا و دلق، کس ای مسکین نفروختست اطلس و خارا را

Dhaka University Institutional Repository

ظلم است در یکی قفس افکندن مردار خوار و مرغ شنرخا را

خون سر و شرار دل فرهاد سوزد هنوز لالهٔ حمرا را

پروین، بروز حادثه و سختی درکار بند صبر و مدارا ر

দুনিয়ার দুশ্চিন্তা

হে হৃদয় এই পৃথিবী সম্পর্কে অনর্থক দুশ্চিন্তা করো না,
আর দুশ্চিন্তা করো না অনাগত আগামীকাল নিয়ে, যা এখনো আসেনি।

তুমি খাঁচার কোণে বসে কল্যাণকর কিছু ভাবছ,
মনে হয় যেন সৌম্য, শান্ত, ধৈর্যশীল পাখির বাগান।

এই পৃথিবীকে অন্বেষণ করে দেক,
অতীতকালের সেই নির্দয় অপমানজনক যুগের অবস্থাকে।

এই মরুভূমি, শহীদদের বাগান যা (উপভোগ) দেখার
মত তোমাদের অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে।

তোমার বয়স যে চলে যাচ্ছে সে দিকে দৃষ্টি দাও,
জাদ্দি, আগরাব আলাদা মাস গণনা কর না।

Dhaka University Institutional Repository

সুদূর থেকে প্রত্যুষের সজ্জিত কাফেলার প্রদীপ দেখা যাচ্ছে,
সম্ভবতঃ একটি প্রদীপ এই শীতের দীর্ঘ রাত্রিতে মিট মিট করে জ্বলছে।

পর্দার অন্তরালে হাজারো পাপাচার লুকায়িত,
এই ক্ষিপ্র ভ্রমণই হচ্ছে সবুজ গম্বুজের দিকে।

তুমি সেই দুনিয়ার পথ অন্বেষণ করো না,
যা এই তিন বাদশাহ নওশেরওয়ান, হরমুজ ও দারাকে বিনাশ করে দিয়েছে।

এই যে ছোট্র, ঝরণাধারা, যা তুমি প্রত্যক্ষ করছো, তা হচ্ছে-
এমন একটি জায়গা, যা শক্ত কঠিন পাথর খননের ফলশ্রুতি।

হে শক্তিমান! তুমি এই আরাম আয়েশকে বর্জন কর,
কেননা এটা হচ্ছে-প্রেমে দিশেহারা ব্যথিত হৃদয়ের জায়গা।

বিষাক্ত প্রবৃত্তিকে জাদুমন্ত্র দ্বারা আকর্ষণীয় করে রাখা হয়েছে,
এখানে তুমি তোমার সওদার বাহনকে অর্থাৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ কর।

হে বিজ্ঞ পন্ডিত! সম্পৃক্ত করাটাই উত্তম,
কেননা এই যুগের বাগানতো মাকাল ও খরমা ফলের সমন্বয়ে গড়া।

Dhaka University Institutional Repository

আগুন থেকে সৃষ্ট বস্তু পানি ছাড়া নিভানো যায় না,
জ্বলন, প্রজ্জ্বলন, ক্ষিপ্রতা ও হৃদয়ের উষ্ণতাকে পানি ছাড়া দাবিয়ে রাখা যায় না।

কখনোই কোন কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না, কেননা
বিজ্ঞ জনের কাছে সেই কাহিনী প্রকাশ পেয়েই যায়।

অন্ধকার দিনগুলো অন্ধের সাথে সাক্ষাৎ হলে যেমন,
শিক্ষণীয় বিষয়টিও ঠিক তেমনি চক্ষুষমানের নিকট।

হে প্রাণ বন্ধু! তোমার যতটুকু সামর্থ্য আছে ,
তা দিয়ে প্রত্যাশীদের প্রয়োজন পূর্ণ কর।

কেননা মিসকিনদের হৃদয় অনুসন্ধান করা,
সামর্থ্যবানদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

তুমি এখনও গভীর তন্দ্রায় (অন্যায়ে) আছ; ফলে এই দেহটা কলুষিত হয়ে আছে,
কলুষিত হয়ে আছে এই পবিত্র আত্মাও।

এই (পূর্ণতার বিষয়ে) উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে তোমার সাথে কী বলা যাবে,
কেননা তুমি উচ্চ মর্যাদা ও হীনতা কিছুই অবগত নও।

Dhaka University Institutional Repository

মরিয়ম নামধারী অনেকেই আছে,
কিন্তু পদমর্যাদা সম্পন্ন কুমারী এক জনই।

হে পথিক ! পথে যাওয়ার পূর্বে
রাস্তার দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা সম্পর্কে অবগত হয়ে নাও।

তুমি আত্মসিদ্ধান্তকেই গ্রহণ কর না, কেননা
আত্মসিদ্ধান্তের কারণেই বেহেশত আদম ও হাওয়া অপসারিত হয়েছেন।

তুমি বিশুদ্ধতাকে নির্বাচন কর, কেননা
সততা ও বিশুদ্ধতাই ঈশা (আঃ) আসমানে উত্তোলন করেছে।

যে চিন্তা-ভাবনা না করেই লাভ গ্রহণ করে,
সে বিপর্যস্ত সমুদ্রের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়।

প্রথমে তোমার চোখটাকে আলোকিত করার শিক্ষা গ্রহণ কর,
তারপর এই পথের অন্ধকার দূরকরণার্থে অগ্রসর হও।

পতঙ্গ পোড়ার আগে সে তার
নিজের ভয়-ভীতির স্তুপকে জ্বালিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

কেহ যদি সীমার অতিরিক্ত মিষ্টি খায়
তবে তার জন্য যকৃতটা তিক্ততায় ভরে যায়।

হে মালি ! শরতের সৈনিকেরা চলে এসেছে,
তুমি অত্যন্ত দেরীতে এই সুন্দর সুভাসিত ফুলরাজি রূপন করেছ।

অসুস্থ ব্যক্তিতো মারাই গেছে,
যদিও ডাক্তার অসময়ে তাকে ঔষধ দিয়েছে।

অস্তিত্বের শাখার জন্য জ্ঞান হচ্ছে ফলের ন্যায়,
মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে উচ্চাকাঙ্খার সুদৃঢ় ভিত্তি।

কল্যাণটা সার্বিকভাবে কল্যাণই থাকে
সুন্দর রূপের জন্য প্রসাধনী সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না।

প্রজ্ঞা ও বিবেকবান ব্যক্তি কখনোই হরিণেই বিরানীর,
প্রলোভনে সুন্দর ও বরকতকে বিসর্জন দেয় না।

হে নেকী, কখনো খারাপদের সাথে চলাফেরা করো না,
মূল্যবান রেশমী কাপড়ে জোড়া-তালি লাগানো মোটেই উত্তম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি যদি পুতঃপবিত্র হয়ে থাক, তবে
এই আসমান তোমার গলায় সুরাইয়া তারকার মালা সযত্নে পড়িয়ে দিবে।

তুমি শিকারীকে বল যে,
এই নির্বাক হতভাগা শিকারের পাখাটা ভেঙ্গে ফেল না।

ওহে ! তুমি যে আমাকে সততা শিক্ষা দিয়েছ; অথচ
তুমি নিজেই কী করে বক্র পথে পা রাখতে পারলে।

তুমি একদিকে এতীমের রক্ত শোষে নিচ্ছ; অপরদিকে
বেহেশতের বাগান ও বৃক্ষরাজির শান্ত ছায়া প্রত্যাশা করছ।

আমরা কী ভাল কাজটা করেছি যে, আমাদেরকে
শেষ বিচারের দিন পারিশ্রমিক হিসাবে কল্যাণ উপহার দেয়া হবে।

আমরা অনেক শরীক তৈরি করে ফেলেছি; আর আমরা
শরীক করেছি অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা খোদাতায়ালার সাথে।

আমরা মূল্যবান মণিমুক্তার মত লালা ফুলকে
বর্জন করে স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা সৃষ্টি জগতের শিক্ষাদানের শিক্ষক হয়েছি,
অথচ আমরা নিজেরাই প্রাথমিক জ্ঞান সম্পর্কে জানি না।

আমরা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মকে খারাপ ভেবে হাসি-তামাশা করছি;
অথচ আমরা আমাদের অন্তরে প্রতিমা তৈরি করে ফেলেছি।

ওহে ! তুমি যদি বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের (সংকল্প) রাখ,
তাহলে প্রথমে তুমি তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি সম্পর্কে পরিমাপ কর।

কালো মৃত্তিকা থেকে টিউলিপ ফুল বের করে আনা কঠিন নয়,
কিন্তু মেঘমালা থেকে মূল্যবান মণিমুক্তা তৈরি বড়ই কঠিন।

চটকদার জাদুকর ধোকা ও প্রতারনাকেই তার
সাফল্য ও আলোর প্রতিভাস বলে মনে করে।

কালচক্রের ফাঁদে মশা ও সীমোরগ (পাখি)
পরস্পরকে চিনতে পারে না।

স্বর্ণকার এক পাল্লায় কীভাবে
মুক্তা ও মণিকে পরিমাপ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভেজা চন্দন কাঠ হাজার বছর ধরে
পোড়ালে তা সুগন্ধি দেবে না।

কোন মিসকীনও জুব্বা আর চাটাইয়ের জন্য
চকচকে রেখাঙ্কিত রেশমী পোষাক বিক্রি করে না।

একই খাঁচার মধ্যে
ময়না ও শকুনকে ফেলে দেয়া খুবই অন্যায়।

ফরহাদের হৃদয়ে রক্তবর্ণ টিউলিপ
এখনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দহন করছে।

হে পারভীন ! দূর্ঘটনা ও বিপদের কালে
সৎভাব ও সহনশীলদের সাথে কাজে আবদ্ধ হও।

মেহনতী মানুষের দুঃখ গাঁথায় লালিত ও সমৃদ্ধ পারভীনের সাহসী ব্যক্তি মানস। তাঁর কাব্যে সাম্যবাদ, মানবতাবোধ ও উদার মানসিকতা ব্যক্ত হয় দৃঢ়তার সাথে। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আক্রমণ করতে ভুলে যাননি। পাশাপাশি ধর্মের উদার ব্যাখ্যাও রচনা করেছেন। পারভীন মনে করেন ধর্মের নৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা মানুষের কাছে চিরকালের জন্য ধ্যেয় ও অমূল্য সম্পদ। তাই তিনি সর্বদা ধর্মের উদার নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনোজগতকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। ইসলামের নবী হযরত মুহম্মদ (সা:) যেমন সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, তেমনি কবি পারভীনও ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। রাসুলে খোদা (সা:) যেমন এরশাদ করেছেন, তোমরা সত্য কথা বল, যদিও তা তিক্ত হয়। অনুরূপভাবে পারভীনও গেয়ে উঠেছেন-"হে পারভীন, সত্যবাদী হতে কীসের ভয়, কোন কারণেই মিথ্যার জন্য সত্যকে গোপন করা উচিৎ নয়। পারভীনের ভাষায়-

حقیقت گوی شو پروین چه ترسی

نشاید بهر باطل حق نهفتن

সত্যভাষী হও হে পারভীন, কীসের এত ভয় ?

মিথ্যার কারণে সত্য গোপন করা উচিৎ নয়।

তাছাড়া পারভীন তাঁর ঐ বিখ্যাত آشک یتیم কবিতায় এ "সত্য ও ন্যায়ে"র কথার তাৎপর্যও জোরালো ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। পারভীন বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود

کوآن چنان کسی که نرنجد زحرف راست

হে পারভীন, তোমার সত্য কথায় বিপদগামীদের কী লাভ ?

কোথায় সে লোক, যে সত্য-সুন্দর কথায় ব্যথিত হয় না ?

পারভীন তাঁর প্রায় অধিকাংশ কবিতায়ই এই প্রকৃত সত্য ও সত্য ঘটনার স্বপক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন- পৃথিবীর কোন বাধা-বিপত্তিই প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল ও দমিয়ে রাখতে পারবেনা। একদিন না একদিন মহাকালের আপন গতিতে এ সত্য ও প্রকৃত ঘটনা আলোর মুখ দেখবেই। পারভীন সে দৃঢ় বিশ্বাসের কথাই বলেছেন এ ভাবে ---

پنهان هگرز می نتوان کردن

از چشم عقل قصهٔ پیدا را

কখনোই কোন কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না, কেননা

বিজ্ঞজনের কাছে সেই কাহিনী প্রকাশ পেয়েই যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মনুষ্যত্ব ও মানবতার বুনিয়াদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হলে সত্যবাদী মানুষকে সাহসী ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হতে হবে। এ পৃথিবীতে অসংখ্য সত্যবাদী মানুষ রয়েছেন, যাঁরা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সত্য ও ন্যায়ের কথা উচ্চারণ করতে সাহস হারিয়ে ফেলেন। ফলশ্রুতিতে ঐ "সত্য বাণী " তার কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। তাই পারভীন মনে করেন, মানুষকে সত্যবাদী হওয়ার পাশাপাশি দুরন্ত সাহসীও হতে হবে। প্রচন্ড সাহসিকতার সাথে প্রকৃত সত্যের তীব্র বিস্ফূরণ ঘটাতে হবে। যে কোন মূল্যে সত্য ও ন্যায় ঘটনার বহিঃপ্রকাশ করে বাস্তবতায় রূপদান করতে হবে। তাই সাহসী পারভীন সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন-

وقت سخن مترس و بگو آنچه گفتی است

شمشیر روز معر که زست است در نیام

কথার সময় ভয় পেওনা, যা বলার বলে যাও,

যুদ্ধের দিনে তরবারি খাপে আবদ্ধ থাকবে, এটাই ঘৃণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

آرزوی مادر

جهاندیده کشاورزی به دشتی — به عمری داشتی زرعی و کشتی

بوقت غلّه، خرمن توده کردی — دل از تیمار کار آسوده کردی

ستمها می کشید از باد و از خاک — که تا کاه می شد گندمش پاک

جفا از آب و گل می دید بسیار — که تا یک روز می انباشت انبار

سخنها داشت با هر خاک و بادی — بهنگام شیاری و حصادی

سحر گاهی هواشد سرد زانسان — که از سرما بخود لرزید دهقان

پدید آورد خاشاکی و خاری — شکست از تا ک پیری شاخساری

نهاد آن هیمه را نزدیک خرمن — فروزینه زد، آتش کرد روشن

چو آتش دود کرد و شعله سر داد — بناگه طائری آواز در داد

که ای برداشته سود از یکی شصت — درین خرمن مراهم حاصلی هست

نشاید کآتش اینجا بر فروزی — مبادا خانمانی را بسوزی

Dhaka University Institutional Repository

بسوزد گر کسی این آشیان را چنان دانم که می سوزد جهان را

اگر برقی بما زین آذر افتد حساب ما برون زین دفتر تفتد

بسی جستم به از حلقه و بند که خواهم داشت روزی مر غکی چند

هنوز آن ساعت فرخنده دور است هنوز این لانه بی بانگ سرور است

ترا زین شاخ آنکو داد باری مرا آموخت شوق انتظاری

بهر گامی که پوئی کامجویی است نهفته، هر دلی را آرزویی است

توانی بخش، جان ناتوان را که بشم ناتوانیهاست جان را

মায়ের আকাঙ্ক্ষা

অভিজ্ঞ জনৈক কৃষক কোন এক মাঠে-প্রানাতরে সারাটা
জীবনভর কৃষি কাজ করে আসছিল।

ফসল তোলার সময় সে খড়ের (শস্য) স্তুপ করে ছিল,
আর যত্ন সহকারে তার হৃদয়টা পরিতৃপ্ত করছিল

সে মৃত্তিকা ও বাতাসের অর্থাৎ ঝড়-তুফানের অনেক অত্যাচার সহ্য করছিল;
ফলশ্রুতিতে দানাগুলো খড়কুটো থেকে নির্ভেজাল গন্দমে পরিণত হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

সে কাদা মাটি ও পানির অনেক অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছে;
যতোদিন পর্যন্ত না সে গুদামে ফসলের স্তুপ করছিল

সে জমিতে আইল-খাঁজ, বেড়া দেয়া ও ফসল কাটার
সময় মাটি বাতাসের সাথে কথা বলত

প্রভাতের সমীরণ এতোই ঠান্ডা ছিল যে,
কৃষক নিজেই শীতের ঠান্ডায় কম্পমান ছিল

সে খড়কুটো সংগ্রহ করেছে এবং
পুরোনো আঙ্গুর গাজ, ঝোপঝাড় ভেঙ্গে একত্রিত করেছে

ঐ জ্বালানী কাঠগুলো খড়কটার পাশে রাখার
পর আগুন ধরিয়ে দিল এবং সাথে সাথে আগুন প্রজ্জ্বলিত হল।

যখন আগুনের ধোঁয়া বের হলো এবং আগুনের
অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল তখন হঠাৎ করে একটি পাখি আওয়াজ করতে লাগল

হে বন্ধু ! তুমি তো একটা থেকে ষাটটা ফল পাইতেছ,
আর মনে রেখ এই খড়কুটার মাঝে আমারও অধিকার রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

এই জায়গায় তুমি আগুন জ্বালিয়ে দিবে, এটা তোমার উচিৎ নয়;
এমনটি যেন না হয় যে, তুমি আমার পরিবার পরিজনকে জ্বালিয়ে দিবে

যদি কেহ এই নীড়টাকে জ্বালিয়ে দেয় তাহলে
মনে করব যে, সে পৃথিবীটাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে

যদি বিদ্যুৎ থেকে আমাদের মাঝে আগুন এসে পতিত হয়,
তবে তা আমাদের ভাগ্যের অনুকূলে ছিলনা

আমি অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এই বৃত্ত, বলয়ের মাঝে নাচানাচি করেছি;
প্রত্যাশা ছিল যাতে কোন একদিন কিছু পাখি আমাদের মাঝে থাকে

এখনও সেই আনন্দের ঘন্টাটা (সময়) বহু দূরে;
এখন শুধু এই বাসায় রয়েছে বাকহীন নির্জীব আনন্দ

তোমাকে তো তিনি এই শাখা থেকে দিয়েছেন অনেক ফল-ফলাদি,
আর আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, অপেক্ষা করার আগ্রহ

তুমি যে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করনা কেন,
তার অন্তরালে রয়েছে সফলতা লাভের প্রচেষ্টা; আর প্রতিটি হৃদয়ে রয়েছে আকাঙ্ক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

যাদের অক্ষমতা রয়েছে, তাদেরকে সক্ষমতা দান কর;
কেননা তাদের অন্তরে রয়েছে অক্ষমতার ভয়।

آرزوی پرواز

کبوتر بچّه ای با شوق پرواز — به جرأت کرد روزی بال و پر باز

پرید از شاخکی بر شاخساری — گذشت از بامکی بر جو کناری

نمودش بسکه دور آن راه نزدیک — شدش گیتی به پیش چشم تاریک

ز وحشت سست شد بر جای ناگاه — ز رنج خستگی در ماند در راه

گه از اندیشه بر هر سو نظر کرد — گه از تشویش سر در زیر پر کرد

نه فکرش باقضا دمساز گشتن — نهاش نیروی زان ره باز گشتن

نه گفتی کان حوادت را چه نامست — نه راه لانه دانستی کدامست

نه چون هرشب حدیث آب و دانی — نه از خواب خوشی نام و نشانی فتاد از

پای و کرد از عجز فریاد — ز شاخی مادرش آواز در داد

کزینسان است رسم خود پسندی — چنین افتند مستان از بلندی

بدین خردی نیاید از تو کاری — به پشت عقل باید برد باری

Dhaka University Institutional Repository

ترا پرواز بس زودست و دشوار زنو کاران که خواهد کار بسیار

بیا موزندت این جرأت مه و سال همت تیرو فزاید، هم پر و بال

هنوزت دل ضعیف و جثّه خرد است هنوز از چراخ،بیم دستبرد است

هنوزت نیست پای برزن و بام هنوزت نوبت خواب است و آرام

هنورت انده بند و قفس نیست بجز بایچه، طفلان را هوس نیست

نگردد پخته کس با فکر خامی نپوید راه هستی را به گامی

ترا توش هنر می بایاد اندوخت حدیث زندگی می بایاد آموخت

بباید هر دو پا محکم نهادن از آن پس، فکر بر پای ایستادن

پریدن بی پر تدبیر،مستی است جهان را گه بلندی، گاه پستی است

به پستی در، دچار گیر و داریم به بالا، چنگ شاهین را شکاریم

من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج ترا آسودگی باید، مرا رنج

تو هم روزی روی زین خانه بیرون ببینی سحر بازیهای گردون

از این آرامگه وقتی کنی یاد که آبش برده خاک و باد بنیاد

Dhaka University Institutional Repository

نه ای تا ز آشیان امن دلتنگ نه از چوبت گزند آید، نه از سنگ

مرا در دامها بسیار بستند زبالم کودکان پر ها شکستند

گه از دیوار سنگ آمد، گه از در گهم سر پنجه خونین شد، گهی سر

نگشت آسایشم یک احظه دمساز گهی از گربه ترسیدم، گه از باز

هجوم فتنه های آسمانی مرا آموخت علم زندگانی

نگردد شاخک بی بن برومند ز تو سعی و عمل باید، ز من پند.

উড়ার আকাঙ্ক্ষা

কবুতরের একটি বাচ্চা উড়ার অদম্য আগ্রহ-উদ্দীপনা
নিয়ে সাহসিকতার সহিত পাখা মেলল

একটি ছোট্র শাখা থেকে অন্য কোন ঝোপ-ঝাড়ে,
আর ছোট্র ছাদ পাড়ি দিয়ে কোন এক নদীর ধারে উড়তে লাগল

সে মনে করল কাছের পথটা তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে;
ফলে পৃথিবীটা তার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল

Dhaka University Institutional Repository

আতঙ্কে সে হঠাৎ কোন এক জায়গায় দূর্বল হয়ে পড়ল,
এবং ক্লান্তির বেদনায় রাস্তায় পড়ে গেল

দুশ্চিন্তায় কখনো আশে-পাশে তাকাল,
আবার কখনো বা সংশয়ে পালকের নীচে মাথা গুজল

না ভাগ্য তার বন্ধু হয়েছে, না তার আছে
এমন কোন শক্তি যা দিয়ে সে ঐ পথ থেকে ফিরে আসবে

তুমি সেই দুর্ঘটনার নাম বলতে পারছিলে না,
এমনকি বাড়ির পথ-ঠিকানা কোথায় তাও জানতে না

না আছে প্রতি রাতের সেই চৌবাচ্চার কাহিনী আর আলাপচারিতা;
না আছে কোন আনন্দদায়ক ঘুমের নাম নিশানা

পায়ের উপর ভর দিতে গিয়ে সে পড়ে গেল এবং অক্ষমতায় চিৎকার দিয়ে আসল;
ফলে তার মা গাছের শাখা থেকে প্রতিউত্তর দিতে লাগল

যে নিজ পছন্দকে প্রাধান্য দেয় তার পরিনাম এমনই হয়;
আর যারা উন্মত্ত তারা এভাবেই নীচে পতিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

তুমি এখন এতোটা ছোট্র যে, তোমার কোন কাজ করা উচিৎ নয়,
বিবেকের তাড়নায় তোমার অবশ্যই সহনশীলতা থাকা প্রয়োজন

তোমার উড়াল দেয়াটা অনেক দ্রুত ও কঠিন হয়ে গেছে;
নবীনদের কাছ থেকে কে অতিরিক্ত কাজ প্রত্যাশা করে

তোমাকে দীর্ঘ মাস-বছর ধরে সাহসের শিক্ষা লাভ করতে হবে,
এই শক্তি সাহস তোমার ডানা-পাখা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে

এখনো তোমার হৃদয়টা দুর্বল এবং দেহটা অতিকায় ক্ষুদ্র,
আর আকাশেও রয়েছে শিকারের আশঙ্কা

তোমার এখনো কদম ফালানো এবং ছাদে উড়ার মত পা (শক্তি) হয় নাই
বরং এখন তোমার আরাম ও ঘুমের পালা

এখন তোমার খাঁচায় বন্দি হওয়ার দুশ্চিন্তা নেই,
খেলা-ধূলা ছাড়া শিশুদের আর কি আকাঙ্খা থাকতে পারে

অপরিপক্ব চিন্তা যার এখনো পরিপক্ব হয়নি,
সে অস্তিত্বের রাস্তায় পদক্ষেপ নিতে পারবেনা

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে অবশ্যই শৈল্পিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে
সাথে সাথে জীবন চলার পথের কাহিনী (পাথেয়) জানতে হবে

অবশ্যই তোমার দুই পা সুদৃঢ় করে রাখতে হবে,
পরে তার উপর দাঁড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করবে

পলকহীন উড়াল দেয়া উন্মত্তের চেষ্টা মাত্র,
কেননা এই পৃথিবীটা কখনো উচুঁ আবার কখনো বা নীচু

নীচে আমাদের জন্য রয়েছে অসহায়ত্ব ও জটিলতা,
আর উপরে রয়েছে শাহীনের ধারালেঅ থাবার শিকার

আমিতো এখানে তোমার পাহারাদার, কেননা তুমি তো মূল্যবান খনিতুল্য;
তোমার জন্য অবশ্যই আরাম-আয়েশ ও তৃপ্তিতে থাকাটাই শ্রেয় আর আমার জন্য যন্ত্রণা

তুমিও যখন একদিন এই ঘর থেকে বাহির হবে,
তখন মহাকাশে জাদুর বিস্ময়কর খেলাধূলা প্রত্যক্ষ করতে পারবে

যখন তুমি এই শান্তির নীড়ের কথা স্মরণ করবে,
তখন দেকবে তোমার সবকিছু ধূলোবালি ও বাতাস (ঝড়, বন্যা) নিয়ে গেছে

Dhaka University Institutional Repository

তোমার শান্তির নীড় না থাকলেও তোমার মন খারাপ থাকবেনা;
যদি না সেখানে থাকে কাঠির খোঁচা আর পাথরের বেদনাদায়ক আঘাত

আমাকে তো অনেকবার জালের মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলে,
আর আমার ডানা থেকে ছোট বাচ্চারা পাখাগুচ্ছ ভেঙ্গে ফেলেছিল

কখনো দেয়াল, কখনো বা দরজা থেকে আমার উপর পাথরের আঘাত এসেছে,
আবার কখনো হিংস্র থাবার কারণে রক্তাক্ত হয়েছি; কখনোবা রক্তাক্ত হয়েছে আমার মাথা

একটি মুহূর্তও আমার সাথীদের সাথে আরামে, প্রশান্তিতে কাটেনি;
কখনো বিড়াল আবার কখনোবা বাজ পাখির ভয়ে শঙ্কিত হয়েছি

আসমানী বিপর্যয়ের হামলা
আমাকে জীবন ধারণের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে

গাছের একটি ছোট্র শাখাও শিকড় বিহীন ফলবান হয়না;
তোমার অবশ্যই উচিৎ কর্ম প্রচেষ্টা চালানো এবং আমার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

گوهر شناس

کار مده نفس تبه کا را　　در صف گل جا مده این خار را

کشته نکو دار که موش هوی　　خورده بسی خوشه و خروار را

چرخ و زمین بندهٔ تدبیر تست　　بنده مشو درهم و　　دینار را

همسر پرهیز نگردد طمع　　باهنر انباز　مکن　　عار را

ای که شدی تاجر بازار وقت　　بنگر و بشناس　خریدار　را

چرخ بدانست که کار تو چیست　　اید چو در دست　تو افزار را

بار وبال است تن بی تمیز　　روح چرا می　کشد　این بار را

کم دهدت گیتی بسیار دان　　به که بسنجی　　کم و بسیار را

تانزند راهروی را بپای　　به که بکوبند　　سر　مار را

خیره نوشت آنچه آنچه ت اهرمن　　پاره کن این دفتر　و طومار را

هیچ خردمند نپرسد ز مست　　مصلحت مردم هشیار　　را

روح گرفتار و بفکر فرار　　فکر همین　است　گرفتار را

Dhaka University Institutional Repository

آینهٔ تست دل تابناک   بستر از این آینه زنگار را

دزد بر این خانه آنرو گذشت   تا بشناسد در و دیوار را

چرخ یکی دفتر کردارهاست   پیشه مکن بیهده کردار را

دست هنر چید، نه دست هوس   میوهٔ این شاخ نگونسار را

رو گهری که وقت فروش   خیره کند مردم بازار را

در همه جا راه تو هموار نیست   مست مپوی این ره هموار را

জহুরী

তুমি তোমার দুস্কৃতকারী আত্মাকে এমন কাজ দিওনা,
যেমনিভাবে তুমি ফুলের সারিতে দিবেনা কাঁটার স্থান

উৎকৃষ্ট চাষাবাদকৃত জমির শস্যদানা
প্রবৃত্তির ইঁদুরে অনেক খেয়ে ফেলেছে

আসমান ও জমিন মানুষেরই প্রচেষ্টার ফল
সুতরাং তুমি টাকা-পয়সার গোলাম হইয়োনা

Dhaka University Institutional Repository

তোমার সাথী যদি লোভ-লালসা থেকে বিরত না থাকে
তবে তুমি তাকে কৌশলে এড়িয়ে চলো

হে মানুষ! তুমি তো ব্যবসায়ী, তাই ক্রেতাদের চিনে নাও,
এবং বাজারের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর

ভাগ্য তখনই জানে তোমার কী কাজ,
যখন তোমর হাতে কোন হাতিয়ার প্রত্যক্ষ করে

অন্যায় কাজের বোঝাটা হচ্ছে এই দেহের;
তবে আত্মা কেন এই দায় (বোঝা) বহন করবে

তোমাকে এই অভিজ্ঞ পৃথিবী খুব কমই দিয়েছে,
যদি তুমি পরিমাপ কর কম এবং বেশীর

তুমি এই পথে পা ফেলোনা, উত্তম এটাই যে,
প্রথমেই তুমি সাপের মাথাটা ভেঙ্গে দেবে

448756

হঠকারী অবিবেচক যা ভাগ্যের খাতায় লিখেছে তা অশুভ আত্মা অহেরমানই লিখেছে;
সুতরাং তুমি এই খাতা ও কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেল

Dhaka University Institutional Repository

প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী ব্যক্তি কোন পাগলের কাছে প্রশ্ন করেনা
মানুষের কল্যাণ ও বিচক্ষণতার ব্যাপারে

আত্মা বন্দিদশায় এবং সে পলায়নের চিন্তায় মশগুল,
বন্দিদশার কারণেই তার মধ্যে এই চিন্তার উদ্রেক হয়েছে

তোমার আলোকোজ্জ্বল হৃদয়ের আয়না যাতে অনেক ঝং পড়ে আছে;
তা তুমি ঘষে-মেঝে পরিস্কার কর

চোর এই বাড়িতে অন্যপথ দিয়ে প্রবেশ করেছে,
যাতে সে বাড়ির দরজা ও দেয়াল ভাল করে চিনতে পারে

ঐ আসমানটা হচ্ছে একটা কর্মনৈপুণ্যের খাতা,
অতএব, বেহুদা কাজকে তুমি পেশা হিসাবে গ্রহণ করনা

তুমি শিল্প নৈপুণ্যের হাতকে নির্বাচিত কর, প্রবৃত্তির দিকে হাতকে সম্প্রসারিত করনা
যে শাখা নিজের দিকে ঝুকে পড়েছে এমন শাখায় ফলকে গ্রহণ করনা

তুমি মণিমুক্তা অন্বেষণে যাও, যখন তা বিক্রি করতে যাবে, তখন বাজারের মানুষ বিস্মিত হবে
সব জায়গায় তোমার রাস্তা সমতল নয়, উন্মত্ত হয়ে এই সমতল পথ খুঁজনা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নারী এবং নারীর অবদানকে পাশ কাটিয়ে বিশ্বসভ্যতাকে কল্পনা করা এক অসম্ভব বিষয়মাত্র। বিশ্বে এমন কোন বিষয় নেই যেখানে নারী তাঁর অবদান রাখেননি। সমস্ত কল্যাণ, মহৎ ও বিস্ময়কর অবদানের পিছনে নারীর সংশ্লিষ্টতা সুস্পষ্ট। বিশ্বমানব সভ্যতার বিকাশে নারী তাঁর অবদান অকাতরে বিলিয়ে যাচ্ছেন। মানবতাবাদের ভিত্তি নির্মাণে নারীর অগ্রনী ভূমিকা বিশ্ববিবেকের কাছে পরম নির্ভরতার প্রতীক হয়ে প্রতীয়মান হচ্ছে। বিশ্ব উপলব্ধি করছে মানুষ, মানবতাবাদ ও নারী এক অভিন্ন বিষয়। স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদির এক বিস্ময়কর নাম নারী। কবি পারভীন তাই এই বিশ্ব সভ্যতার এক অপরিহার্য অংশ নারী ও নারীর অবদানকেভুলে যাননি। পারভীন নারীকে এমন এক ফেরেশতা হিসেবে কল্পনা করেছেন, যাকে জড়িয়ে আছে জগত সংসারের সকল মায়া, মমতা ও ভালবাসা। যাদের মমতার কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন ইতিহাসের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় সকল পয়গাম্বর, মনীষী, জ্ঞানী, পন্ডিত ও মহামানব। পারিবারিক জীবনে মায়ের ভূমিকা মূল্যায়ণ করকে গিয়ে তিনি নারীকে কল্পনা করেন এক বিশাল জাহাজরূপে, যার কাপ্তান পুরুষ। সংসার সমুদ্রে জাহাজ যখন মজবুত এবং কাপ্তান বিজ্ঞ হয় তখন কোন ঝড়-ঝাপ্টা ও ঘুর্নিপাকের ভয় থাকেনা। নারীর এই অনন্য ভূমিকা ও মর্যাদা সম্পর্কে فرشتۂ انس বা "মায়ার ফেরেশতা" নামক কবিতায় গেয়ে উঠেন-

Dhaka University Institutional Repository

در آن سرای که زن نیست، انس و سفقت نیست

در آن وجود که دل مرد، مرده استکه روان

به هیچ مبحث و دیباچه ای، قضا ننو شت

برای مرد کمال و برای زن نقصان

زن از نخست بود رکن خانهٔ هستی

که سا خت خانهٔ بی پای بست و بی بنیان؟

যে ঘরে নারী নেই, সেখানে প্রেম-মায়ার চিহ্ন নেই
যে দেহে মনের মৃত্যু হয়েছে, সে তো নিগাড় নিস্প্রান

কোথাও কোন ভূমিকায় ভাগ্য লিপি এমন কথা লিখেনি
পুরুষের জন্য সকল পূর্ণতা আর নারীর ভাগ্যে ত্রুটি ও অপূর্ণতা

অস্তিতের ঘরে প্রথম থেকেই ছিল নারী আবির্ভাব
যিনি নির্মাণ করেছেন নিঃস্বতার মাঝেও সুদৃঢ় কাঠামো।

Dhaka University Institutional Repository

পারভীনের চিন্তার পাখা ছিল সর্বত্র বিচরণশীল। সর্বদা সব জায়গা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আহরণ করে তিনি তাঁর সৃজনশীল কবিতা সুসজ্জিত করেছেন। চারপাশের পৃথিবীর প্রতি তাঁর ছিল সঠিক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত। সাধারণ মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-বেদনার সাথে ছিল পারভীনের চিন্তা ও উপলব্ধির গভীর মনোসংযোগ। সবার শীর্ষে মানুষের পুতঃপবিত্র চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণা ও নৈতিক মনুষ্যত্ববোধ তাঁকে জীবনমুখী করেছিল। হাজারো বাধাবিপত্তির মুখে মানবতাবোধকে বিনষ্ট হতে দেননি। সাধারণের দুঃখবোধ তাঁর ব্যক্তিমানস নির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। তাঁর সজ্ঞান উপলব্ধি ও চৈতন্যবোধ আপামর জনসাধারণের জ্বালা-যন্ত্রণাকে পাশ কাটিয়ে যায়নি। এই কল্যাণ ও মানবিক পথে কেউ তাঁকে জোর করে ঠেলে দেয়নি। বরং নিজের মানবিকবোধের কারনেই এই পথের পথিক হয়েছেন। তাঁর মানসলোকে বঞ্চিত মানুষের দুঃখবোধ সর্বদা সঞ্চারমান অবস্থায় বিরাজমান ছিল। পারভীনের এই মানবিক চরিত্রের রূপরেখা ও গতিপথ কখনও পরিবর্তিত হয়নি। বরং তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে ছিলেন দুর্বার গতিশীল। তাঁর জাগরণী কবিতা মানুষের মানবিক দৃষ্টির জানালা উন্মোচন করতে সহায়ক ভূমিকা পালণ করে। এ কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে, কেন তিনি এত জীবন্ত ও জনপ্রিয় হলেন? সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন, পারভীনের কবিতায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে মানুষের মুখে মুখে তাঁর আলোকিত নাম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে উচ্চারিত হয়। তবে এ কথা সত্য যে, পারভীনের কবিতায় মানুষ ও মানবতাবাদ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো জোরালোভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। যার ভিত্তি মানবতার গভীরে প্রোথিত। তাছাড়া তাঁর কবিতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে-

Dhaka University Institutional Repository

- অসহায় এতীম শিশুর মর্মবেদনার বহিঃপ্রকাশ
- শোষিত শ্রেণীর প্রতি সমবেদনা
- বুদ্ধি ও মননের তীব্রতা
- চিন্তা-চেতনার সংগ্রামী প্রবাহ
- মানবপ্রেম ও সংগ্রামের অবিশ্বাস্য সমন্বিত রূপ
- নৈতিক মানস কবিতার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে
- সমগ্র পারভীন কাব্য সাম্রাজ্যে তাঁর সংগ্রাম মানস ও মানবিক চৈতন্যের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করছে
- দূরদর্শী মহৎ ভাবনায় পরিপূর্ণ
- নারী মনের অব্যক্ত জ্বালা-যন্ত্রনার বর্ণনা
- সহমর্মিতার সুর-মুর্ছনায় প্লাবিত
- বিনয় ও সম্ভ্রমবোধে আচ্ছাদিত কবিতার ছত্রাবলী
- অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর
- স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ
- নরম, কোমল ও মসৃণ ধারার চিন্তায় সমৃদ্ধ
- সহজাত মনুষ্যত্বের সৃজনশীল প্রকাশনা
- ঐতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা
- নির্বাক পশু-পাখির হৃদয়ের ভাষার বহিঃপ্রকাশ
- জীবন ও কল্যাণমুখী চিন্তায় আকীর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

- আধ্যাত্মিক প্রেমে স্নাত মানবতার সুর
- নশ্বর পৃথিবীর বাস্তবধর্মী বর্ণনা
- জাগরণী আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর তাঁর কবিতার ভিত্তি
- জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কল্যাণমুখী বর্ণনা
- মানুষের মনোজগত আলোকিত করার উপদেশ
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোরআন ও হাদীসসহ ইসলামের মর্মবাণীর সম্পৃক্ততা
- পিতা-মাতার প্রতি মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা
- ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ
- অনুভূতিপূর্ণ, সহজ,সরল ও প্রাঞ্জল শব্দের ব্যবহার
- সামাজিক বিষয়ের অবতারণা
- ব্যাঙ্গাত্বকভাবে বিভিন্ন অসঙ্গতির নিপুণ উপস্থাপনা
- রূপকভাবে মূল বিষয়ের উপস্থাপনা
- কাহিনী নির্মাণ ও সংলাপ উপস্থাপনায় নিজস্ব নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ

সর্বোপরি, ঐতিহাসিক এ তত্ত্ব জেনে বিস্মিত হই যে, পারভীন এতেসামীর পূর্বপুরুষ এবং আমাদের নারী জাগরনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার পূর্বপুরুষ একই অঞ্চল অর্থাৎ ইরানের "তাবরিজ" শহরে জন্মগ্রহণ করে। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যে, বাবর আলী আবুল বাবর সাবের তাবরিজের এমন একটি পরিবার জন্মভূমি ইরানের

Dhaka University Institutional Repository

"তাবরিজ" ত্যাগ করে ভারতে আসার সংকল্প করেন এবং এখানে এসে জমিদারী লাভ করেন। আর রোকেয়ার বাবা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ছিলেন পায়রাবন্দের শেষ জমিদার।[১] রোকেয়ার বাবা যেমন আরবি, ফারসি, ইংরেজি জানতেন, অনুরূপভাবে পারভীনের বাবাও আরবি, ফারসি ও ইংরেজি জানতেন। কী এক অদ্ভূত মিল! উভয়েই ছিলেন জমিদার। এ সমাজে যে কয়জন নারী শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা প্রায় কঠোর প্রাচীরে বন্দিনী ছিলেন। অসীম সাহস ও মনোবল নিয়ে তাঁরা সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-নিষেধ অতিক্রম করে নিজ নিজ প্রতিভার বিকাশ সাধনে সমর্থ হয়েছিলেন। পারভীন সেই বিদূষী নারীদেরই একজন। নারী অধিকার আদায়ের পথে তাঁকে পদে পদে বিড়ম্বনা ও উপদ্রব সহ্য করতে হয়েছে। সমাজের নিন্দা, কুৎসা, অপবাদ কোন কিছুই তাঁকে স্বীয় লক্ষ্যপথ থেকে টলাতে পারেনি। বরং অসীম উদ্যম আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে সম্মুখ সামরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর মনের অনুভূতিগুলো হাজারো জ্বালা-যন্ত্রনা ভালবাসায় সিক্ত হয়ে কবিতায় রূপ পরিগ্রহ করেছে।

একজন বড় মাপের মানুষ কেমন হতে পারেন, পারভীন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অজ্ঞতা, অন্ধকার, নিষ্ঠুরতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা শাণিত রূপ লাভ করে। ফলে অধিকাংশ সময় তাঁকে গোঁড়া রক্ষণশীলদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। হাজারো বাধা-বিপত্তির মুখেও স্বীয় আদর্শ তথা মানবিক আদর্শে অটল থেকে মানব কল্যাণমূলক চিন্তা ভাবনায় উদ্বেল থাকেন। তাঁর হৃদয়ে সর্বত্র উন্নত মানবতার সুর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। এই অসাধারণ ও তুলনাহীন মানবতাবাদী কবি মানব সমাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আবির্ভূত হন এবং মানবকল্যাণ কার্যক্রমে অনন্য সাহিত্যিক অবদান রেখে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজগতে অবিস্মরনীয় হয়ে আছেন। তাছাড়া নারী প্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর বিস্ময়কর ভূমিকা সাধারণ নারী সমাজের চলার পথের পাথেয় হয়েছে। এতিমের আর্তনাদ, শিশুর ক্রন্দন, আর্তের হাহাকার, মজলুমের মাতম, নির্যাতিতের করুণ সুর পারভীনের হৃদয়কে যে ভাবে স্পর্শ করেছে, অন্য কিছু তাঁকে সেভাবে করতে পারেনি। পারভীনের সেই অনুভূতিগুলোই প্লাবিত করে তাঁর জাগরনী কবিতাসমূহ।

ব্যঙ্গাত্মক রচনাতেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রূপকভাবে সামাজিক অবস্থার বাস্তবরূপ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পারভীন যে সমাজে বাস করতেন, তা ছিল কঠোর অনুশাসন ও হাজারো জটিল নিয়ম কানুনে ভরপুর। পারভীন সেখানে সহজভাবে কথা বলতে পারতেন না। তাঁর উপর ছিল শাসকের শ্যান দৃষ্টি। তাছাড়া শাসকবর্গ কোন সমালোচনা সহ্য করতেন না। পারভীন এই প্রতিকূল পরিবেশ দেখে মর্মাহত হয়েছেন কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি। মজলুমের আর্তচিৎকার তাঁর মানবিক মনকে আহত করেছে। কেঁদে উঠেছে তাঁর সমস্ত অনুভূতিগুলো। তাঁর হৃদয়ে জমানো ব্যথার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে রূপক ও ব্যঙ্গাত্মক মাধ্যমের আশ্রয় নেন। তিনি তাই আলী আকবর দেহখোদার মত রূপক ও ব্যঙ্গাত্মকভাবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের হাজারো অসঙ্গতি, অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন ইত্যাদির চিত্র শৈল্পিকভাবে তাঁর কাব্যে উপস্থাপন করেছেন।

ফারসি সাহিত্যের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে সুফীবাদ। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের বিস্ময়কর সম্পর্ক। খোদার সাথে বান্দার যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে এই সুফীবাদ বা আধ্যাত্মিক প্রেম। খোদাকে পেতে এবং খোদাতে বিলীন হওয়ার একমাত্র অবলম্বন

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে সুফীবাদের প্রাণ এবং প্রধান চালিকা শক্তি। আর এ প্রেমের উপর নির্ভর করেই সুফীবাদ প্রতিষ্ঠিত। পারভীন এ প্রেমের কথা পৃথিবীর হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে নিমজ্জমান থেকেও ভুলে যাননি। বরং পারভীন সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে মানুষ তাদের হৃদয় জগতের সকল পঙ্কিলতা দূর করে আলোকিত মানুষে রূপ নেবে। আধ্যাত্মিক প্রেম তৃষ্ণার্তদের জন্য তিনি উপহার দিয়েছেন আধ্যাত্মিক কবিতা বা شعر عرفانی। পারভীনের এই আধ্যাত্মিক উপঢৌকন সাধারন মানুষের হৃদয়ে কাব্যরস সিঞ্চন করে। আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতা সাধারনের মনোজগতে প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তাঁর এ চিরন্তন কীর্তি খোদাপ্রেমিক মানুষের জন্য প্রেমের উৎসধারা রূপে বিরাজ করছে। আর পারভীন হয়ে উঠেছেন প্রেম, মানুষ ও মানবতার প্রকৃষ্ট প্রতিকৃতি ও প্রতিনিধি।

তথ্যসূত্র :

১. মোতাহার হোসেন সুফী; বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য, প্রকাশক : মহিউদ্দিন আহমদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, রেডক্রস বিল্ডিং, ১১৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ঃ

প্রাচীন ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে ফারসি ভাষা-সাহিত্য যুগ-যুগান্তর ধরে বিশ্বের সাহিত্য পিপাসু মানুষের হৃদয়ে সাহিত্যের অমৃত সুধা অকাতরে বিলিয়ে আসছে। আলোকিত করে যাচ্ছে মানুষের মনোজগত ও চিন্তার বিশাল পরিধীকে। মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে এক স্বচ্ছ, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, আলোকিত ও শান্তিময় পৃথিবীতে। যে পৃথিবীতে আছে প্রেম, ভালবাসা, উদারতা, মানবতা, নৈতিকতা, নান্দনিক সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিক প্রেমের স্রোতধারা, শান্তির নির্মল ছায়া, সুস্থ স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা, আত্মবিশ্বাসের ঐশ্বর্য ও বৈষম্যহীন জীবনধারা ইত্যাদি। সর্বোপরি মানুষ ও মনুষ্যত্বের এক অসাধারণ ও বিস্ময়কর সামঞ্জস্যপূর্ণ সুস্থ ব্যবস্থা। পাশাপাশি বিশ্বের সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধকরণে এ সাহিত্যের রয়েছে অমূল্য অবদান। জগতবিখ্যাত সাহিত্যিক রুদাকী, দাকীকী, ফেরদৌসী, নাসের খসরু, আবু আলী সীনা, ওমর খৈয়াম, সানাঈ, নিজামী, জালাল উদ্দিন রুমী, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, শেখ সাদী, হাফিজ, জামী প্রমুখ স্বীয় প্রতিভায় সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সাহিত্যকর্ম। যা আজ ভাষা, জাতি, দেশ ও কালের সীমাবদ্ধ গন্ডীকে অতিক্রম করে বিশ্বজনীনতায় রূপ লাভ করেছে। ফলশ্রুতিতে তাঁরা এখন বিশ্বের সর্বত্র সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কবি-সাহিত্যিকে পরিণত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকে শুরু হলেও মূলতঃ উনিশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এ লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশেষ করে নাসির উদ্দিন শাহ (১৮৪৮-১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ) এর শাসনামলে। এ সময়ে প্রজ্ঞাবান নাসির উদ্দিনের উদারনীতির কারণে ইরানের জনগণ ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসার ব্যাপক সুযোগ পান। ১৮৫২ সালে নাসির উদ্দিন শাহ "দারুল ফুনূন" (বিজ্ঞান ভবন) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যেখানে ছাত্রদের সমসাময়িক আধুনিক বিজ্ঞান, ইংরেজি, ফরাসি ও রুশ ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। পারস্যে এ ধরণের ব্যতিক্রম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটাই ছিল সর্বপ্রথম। "দারুল ফুনূন" শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইরানের সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত পারস্যের যুবকরা পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় শিক্ষা, দর্শন, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং আধুনিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৮৫৮ সালে ৪২ জন ছাত্রকে ইউরোপে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা বিনিময়ের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ইরানে বসবাসকারী বিদেশীরাও নিজেদের জন্য মিশনারী স্কুল স্থাপন করেন। যাতে করে পাশ্চাত্যের ছেলে-মেয়েদের সাথে সাথে এসব স্কুলে বহু ইরানী ছাত্র-ছাত্রীও পাশ্চাত্য আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং তাদের চিন্তা ও মননে আধুনিকতার গভীর প্রভাব পড়ে। ক্রমান্বয়ে এই চিন্তা ইরানী সাহিত্যেও স্থান করে নেয়। যার ফলে ফারসি সাহিত্যেও আধুনিকতার সফল সূচনা ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সূচিত আধুনিকতার এই লক্ষণ ক্রমান্বয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এসে বিশেষ করে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সূচিত ইরানের " মাশরুতিয়াত" তথা সংবিধান আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। সাহিত্যে এই আধুনিক মনন ও ভাবধারা

Dhaka University Institutional Repository

আনয়নে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাঁদের মধ্যে মালিকুশ শোয়ারা বাহার, আদিবুল মামালিক ফারাহানী, ইরাজ মীর্জা, আরিফ কাজভিনী, আলী আকবর দেহখোদা ও পারভীন এতেসামী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফারসি সাহিত্যকে যাঁরা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন, বলা চলে তাঁদের প্রায় সবাই পুরুষ কবি-সাহিত্যিক। পুরুষ কবি-সাহিত্যিকের ন্যায় নারী কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্য চর্চা করে এতো খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। সে জন্য ঐ সময়কার জটিল সমাজ ব্যবস্থা, অন্ধ ধ্যান-ধারণা, প্রতিকূল পরিবেশ, অসহায়ত্ব, বৈষম্য, ধর্মীয় গোঁড়ামী ইত্যাদি বহুমাত্রিক প্রতিকূলতা সার্বিকভাবে দায়ী। তবে আধুনিক যুগে সে প্রতিকূল অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ ইতিবাচক পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। মানুষ সুদীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে এ জটিল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে সভ্য সমাজ ব্যবস্থা, অন্ধ ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে আলোকিত ধ্যান-ধারণা এবং প্রতিকূল পরিবেশের পরিবর্তে অনুকূল পরিবেশের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আধুনিক এ বিশ্বকে সহনশীল ও কল্যাণকর শান্তির ভূমিতে পরিণত করার নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। যার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ইরানেও পারভীন এতেসামী, ফুরুগে ফুরুগজাদে ও সীমীন বাহমানী প্রমুখ এর ন্যায় কবি-সাহিত্যিক এর আবির্ভাব হয়েছে। আর সে সাথে তাঁরা সাহিত্যের মত নান্দনিক ও অনুভূতিপ্রবণ জগতে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক ও মানবতাবাদী কবি পারভীনের আবির্ভাব ইরানের সাহিত্যাকাশে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সাধারণ মানুষের প্রচলিত অন্ধ ধ্যান-ধারণার পরিধিকে বিচ্ছিন্ন করে সাহিত্য চর্চায় নারী সাহিত্যিক হিসাবে নতুন মাত্রা যোগ করেন। তবে এ কথা সত্য যে, তাঁর জন্য সে পথ মসৃণ ছিল না। অন্ধ সমাজের হাজারো বাধা-বিপত্তি ও রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে আলোকিত জগৎ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অদম্যভাবে সম্মুখ পানে অগ্রসর হন। আমাদের নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার মত পারভীনকেও বহুমাত্রিক বাধার প্রাচীর মোকাবেলা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পারভীন তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অনুপ্রেরণা ও অনুকূল পরিবশের সহায়তা পান। বিশেষ করে প্রগতিশীল বাবা ইউসুফ এতসামীর সার্বক্ষণিক পরিচর্যা, সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা, উদার মানসিকতা ও স্নেহবোধ ব্যক্তি পারভীনকে কবি পারভীনে পরিণত হতে বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করে।

পারভীনের দাম্পত্য জীবন অতি অল্প সময়ে ভেঙ্গে গেলেও তাঁর সাহিত্যিক জীবন ভেঙ্গে পড়েনি। তীব্র দুঃখ পেয়ে মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হলেও সাহিত্য চর্চায় ছেদ পড়েনি। বরং হাজারো জ্বালা-যন্ত্রণায় ছটফট করা সত্ত্বেও কাব্য চর্চা অদম্যভাবে অব্যাহত রাখেন। এখানে আমরা পারভীনের সুদৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাই। কিন্তু এত সব বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখলেও চিরন্তন সত্য 'মৃত্যু'কে উপেক্ষা করতে পারেননি। বড় অসময়েই তাঁকে এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে হল। মহাকাল কবি পারভীনকে আর সম্মুখে অগ্রসর হতে দেয়নি। তবু এই সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রতিভাবান পারভীন তাঁর মহামূল্যবান সাহিত্য কর্ম উপহার দিয়ে এ বিশ্বজগতকে

Dhaka University Institutional Repository

আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। আরো কিছু দিন সময় পেলে তিনি এ বিশ্ব সাহিত্য ভান্ডারে আরো বেশি কিছু উপহার দিতে পারতেন। কিন্তু পারভীনের সাহিত্যকর্ম যেভাবে সাহিত্য পিপাসুদের হৃদয়জগতকে আলোকিত করছে, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছে, অসহায় এতীমের আশ্রয় স্থলে পরিণত হয়েছে, সর্বদা মানুষের মনোজগতকে আন্দোলিত করছে তাতে কে বলবে পারভীন আজ নেই? বরং পারভীন ছিল, পারভীন আছে এবং পারভীন থাকবে- মানুষের ভালবাসার আকর হয়ে।

পারভীনের কবিতায় যেমন সত্য, সুন্দর ও মানবতার জয়গান লক্ষ্য করা যায় তেমনি নৈতিক শিক্ষার উপদেশ ও সৎকর্মের অনুপ্রেরণার সমাহারও পরিলক্ষিত হয়। অত্যাচারী বিলাসী বাদশাহর বিপরীতে নিপীড়িত বঞ্চিত, মেহনতী, দুঃখী মানুষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন দরদী পারভীন। তিনি কী গভীর জাতি প্রেম, ঔদার্য, মানবতাবোধ, দূরদর্শিতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে কাব্য চর্চা করেছেন, তা তাঁর কবিতার প্রতি লক্ষ্য করলেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি তাঁর হৃদয়ে বিশ্ব মানবিক চৈতন্য ধারণ করাতে তুচ্ছ সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। জটিল সমাজে অন্ধকারে আচ্ছন্ন নারী সমাজের ঘুম ভাঙ্গানোর প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর জাগরণী কবিতায়। তাঁর কবিতার বাণী অসহায় বঞ্চিতদের কানে আশা-আকাঙ্ক্ষার সুমধুর জাগরণী সুর ধ্বনিত করে। পারভীনের চোখে প্রতারণা, শঠতা, উগ্রতা, বঞ্চনা, নির্যাতন ইত্যাদি নারকীয় বিষয় বলে মনে হয়। তাই তিনি এসব ঘটনার নায়কদের সমালোচনা ও ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার মাধ্যমে কষে চাবুক মারতেও দ্বিধাবোধ করেননি। পাশাপাশি সমসাময়িক কালের সামাজচিত্রের বাস্তবতার পরিচ্ছন্ন চিত্র তিনি তাঁর কাব্যধারায় চিত্রিত করেছেন সুনিপুণভাবে। বঞ্চিতদের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

সমবেদনা ও উৎপীড়কের প্রতি ঘৃণা প্রকাশে পারভীনের কবিতা কালজয়ী ভূমিকা পালন করে। তিনি একদিকে ছিলেন অন্যায়ের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন এবং সকল প্রকার কুসংস্কার, ভন্ডামী ও গোঁড়ামীর প্রতি ছিলেন খড়গহস্ত। অন্যদিকে ক্ষুধাতুর বঞ্চিত এতীমের দুঃখবোধকে তিনি তাঁর কাব্যধারায় মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপদান করেছেন। সাথে সাথে ছিলেন নারী প্রগতির পক্ষে আন্দোলনের অগ্রপথিক এবং বঞ্চিত ক্ষত-বিক্ষত নারী সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসার প্রতীক। সম্ভবতঃ সমকালীন ইরানে তিনিই প্রথম নারীজাগরণ, নারী শিক্ষা, নারী সমাজের মুক্তি ও স্বাধীকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাই পারভীনকে আমাদের নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার সাথে অনায়াসে তুলনা করা চলে। আমরা আরো আশ্চর্য হই, যখন দেখতে পাই বেগম রোকেয়ার পূর্ব পুরুষের জন্মস্থান ও পারভীন এতেসামীর জন্মস্থান ইরানের একই অঞ্চলের অর্থাৎ তাবরিজের। কী এক আশ্চর্য মিল। মনে হয় যেন একই পরিবার থেকে যুগের ব্যবধানে দুইজনই মানুষ ও মানবতাবাদের জয়গানের জন্য এ পৃথিবীতে আগমণ করেছেন। আমার এই অভিসন্দর্ভে পারভীনের কবিতায় মানুষ ও মানবতাবাদের যে বর্ণনা রয়েছে তা উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যদিও তাঁর কবিতায় "মানুষ ও মানবতাবাদে"র পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও বহুমাত্রিকভাবে বিধৃত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তাও আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আবদুস সাত্তার, নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।
২. গোলাম সামদানী কোরায়শী, সাহিত্য ও ঐতিহ্য, মুক্তধারা, জুলাই, ১৯৮১।
৩. ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।
৪. ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান, আধুনিক কালের কবি ও কবিতা, ধারণী সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।
৫. ডাঃ মোহিত কামাল, মনোসমস্যা মনোবিশ্লেষণ, অবসর, ফেব্রুয়ারী, ২০০৫।
৬. মুহম্মদ মানছুর আলম, ড. মুহাম্মদ ইসহাক, জীবন ও কর্ম, ইরান সোসাইটি, ২০০৪।
৭. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, সাহিত্য ও সাহিত্যিক, মুক্তধারা, মে, ১৯৭৮।
৮. মোতাহার হোসেন সুফী, বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, জুলাই, ১৯৮৬।
৯. মাজেদা সাবের, রোকেয়ার উত্তরসূরি, আরডিআরএস বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০০৮।
১০. বসুধা চক্রবর্তী, মানবতাবাদ, দীপায়ন, ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৬১।
১১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, সাহিত্য চিন্তা, মুক্তধারা, এপ্রিল, ১৯৭৫।
১২. শাহাবুদ্দীন আহমদ, নজরুল সাহিত্য বিচার, মুক্তধারা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬।
১৩. সেলিনা বাহার জামান, বেগম শামসুননাহার মাহমুদ স্মারকগ্রন্থ, বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১লা নভেম্বর, ২০০০।
১৪. সেলিনা বাহার জামান, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন স্মারক গ্রন্থ, বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১২ জানুয়ারি, ২০০২।

কবি পারভীন এতেসামী

Dhaka University Institutional Repository

(১৯০৬ - ১৯৪১ খ্রিঃ)

پروین اعتصامی

Dhaka University Institutional Repository

পারভীনের নিজের হাতের লেখার নমুনা

دست خط پروین

این قطعه را برای سنگ مزار خودم سروده ام

اینکه خاک سیهش بالین است — اختر چرخ ادب پروین است
گر چه جز تلخی از ایام ندید — هر چه خواهی سخنش شیرین است
صاحب آنهمه گفتار امروز — سائل فاتحه و یاسین است
دوستان به که ز وی یاد کنند — دل بی دوست دلی غمگین است
خاک در دیده بسی جان‌فرساست — سنگ بر سینه بسی سنگین است
بیند این بستر و عبرت گیرد — هر که را چشم حقیقت بین است
هر که باشی و ز هر جا برسی — آخرین منزل هستی این است
آدمی هر چه توانگر باشد — چون بدین نقطه رسد مسکین است
اندر آنجا که قضا حمله کند — چاره تسلیم و ادب تمکین است
زادن و کشتن و پنهان کردن — دهر را رسم و ره دیرین است
خرم آن کس که در این محنت‌گاه — خاطری را سبب تسکین است

এই কবিতা আমার কবরের পাথরের জন্য নিজেই রচনা করেছি

—পারভীন